শ্রীশ্রীবেণুগীতা

—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী ভাগবতাশ্রমী

মূল্য বার আনা।

শ্রীশ্রীবেণুগীতা

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

পরমহংসকুলমুকুটমণি বাদরায়ণি শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রোক্তা।

ভাগবতাশ্রমী শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী বিরচিত তাৎপর্য্যপদ্যানুবাদ
এবং সারশিক্ষা সহ।

শ্রীশ্রীমৎপ্রভু নিত্যানন্দাত্মজাবংশীয়
শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ ভাগবতাশ্রমী সম্পাদিত।

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

(পোঃ—কোয়ারপুর, জেলা—বর্দ্ধমান, গ্রাম খেরুয়া) শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দির
হইতে শ্রীনন্দদুলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

পোঃ—কোয়ারপুর, জেলা—বর্দ্ধমান, গ্রাম খেরুয়া)
শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দির হইতে
শ্রীনন্দদুলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

—প্রিণ্টার—
শ্রীতারা প্রেস
৩-১, কৃষ্ণলাহা লেন, কলিকাতা।

সমর্পণ

বাবা !

স্নেহের "অনাদির" একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধও কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তাহা শতবার পড়িয়াও আপনার সাধ মিটিত না। আপনার কৃপার প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিয়া এই প্রেমপূরিত শ্রীগ্রন্থখানি জনসমাজে প্রকাশে সাহসী হইলাম। ইহা আপনারই করকমলে প্রথম সমর্পণ করিতেছি। আপনি নিত্যধামে থাকিয়া এই শ্রীগ্রন্থের মাধুরী আস্বাদন করিয়া সন্তানকে শ্রীরাধামাধবের প্রেমভক্তিলাভে আশীর্ব্বাদ করুন।

কৃপাভিখারী—

"অনাদি"

MATH Mathura (U.P.)

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগুরু-বন্দনা।

অপরূপ ধন শ্রীগুরুচরণ বাঞ্ছাকল্পতরু
অজ্ঞান নাশে প্রেম পরকাশে যদি কৃপা করে গুরু।
কাণ্ডারীহীন নৌকা যেমন অতলে ডুবিয়া যায়,
এ ভব-সাগরে সেই হয় নাশ গুরুকৃপা নাহি যায়।
জগৎ তারিতে গুরু রূপ ধরি শ্রীরাধামাধব আসে,
তাপ দুঃখ যত নিমেষে পলায় তার করুণার লেশে।
সূর্য্যকান্ত মণিতে যেমন সূর্য্যকিরণ রাজে,
মাধবের জ্যোতি সদা করে খেলা সেইরূপ গুরু মাঝে।
মহিমায় গুরু মাধব সমান এই সে শাস্ত্র-বাণী,
সবার আগেতে গুরু উপাসনা সাধুমুখে সদা শুনি।
শ্রীগুরু চরণ ভজ ভজ মন পাবে প্রেমরসনিধি,
গুরু-আজ্ঞা সদা পালহ যতনে সদয় হইবে বিধি।
গুরুনিন্দা কভু শুনিওনা কাণে গুরুপদ কর সার,
যত দুঃখ যাবে আনন্দ পাইবে গুরু করিবেন পার।
পিতা, মাতা, সখা, ভ্রাতা, পতি বলি জগতে জানহ যারে,
সংসার-তাপ ঘুচাতে তাহারা কেহ তো পারিবেনা রে।
গুরুর বচন হৃদয়ে ধরিয়া ভজন করহ যদি,
শ্রীরাধামাধব তোমারে নিকটে রাখিবেন নিরবধি।
হেন গুরুপদ কৃপারসখনি ধরি বুকে দৃঢ় ক'রে,
প্রেমানন্দদাস সদা করে আশ যাইতে সে ব্রজপুরে।

পূর্ব্বকথা

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের তাপ।

অনাদি কাল হইতে আশাহত জীব সংসার-মরুতে বিষয়-মরিচিকার পিছনে সুখের সন্ধানে অবিরত ছুটিয়া মরিতেছে। কিন্তু তাহার বিনিময়ে পাইতেছে নিরবচ্ছিন্ন তাপ এবং দুঃখ। বিষয়ে সুখলাভের কল্পিত স্বপ্নে বিভোর জীবকে আধ্যাত্মিকাদি তাপের কশাঘাত করিয়া মায়া তাহার চেতনা দানের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জীব মায়ার ভ্রূকুটি দেখিয়াও দেখিতেছেনা, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াও বুঝিতেছেনা। তাই মায়া-প্রেরিত তাপ প্রতিরোধের জন্য নিজের সকল শক্তি সকল সাধনা নিয়োগ করিতেছে।

মানসিক দুঃখ নাশের জন্য সুন্দরী সুখময়ী পত্নীকে লইয়া সুখনীড় রচনার ব্যর্থ প্রয়াসে স্বরূপভ্রান্ত জীব প্রমত্ত। নিজের সেই গৃহখানি সুখময় নব নব বিলাসের দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া সুহৃদ্বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া বিবিধ দৈহিক ও মানসিক কর্ম্মের দ্বারা সেই সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। নিজের দেহটী সুস্থ সুঠাম রাখিয়া নিজের প্রিয়বর্গকে সুস্থ চিরজীবী রাখিয়া সুখ আস্বাদনের ব্যর্থ লোলুপতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুশীলনে রত।

কিন্তু হায়! সকলই বৃথা। তাপ দুঃখ অবারিত গতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিতেছে। দুঃখের শান্তি তো হইল না। মহারাজ একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া আর্ত্তনাদে দশদিক মুখরিত করিতেছেন। প্রণয়িনী প্রণয়ী পতিকে হারাইয়া দীর্ঘশ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিতেছেন। মানবীয় শক্তি সামর্থ্য—চিকিৎসকের অসামান্য নৈপুণ্য—ব্যর্থ করিয়া বিজয়িনী মায়া মরণদণ্ডের অব্যর্থ স্পর্শে কোথায় তাহাদের

লইয়া গেল! কালও ধরার বুকে যুথিকা পুষ্পের মত মৃদু হাসি যাহার মুখে দেখিয়া প্রিয়জন আনন্দে বিহ্বল হইতেন, আজ তাহার মৃত্যুম্লান দেহখানি শশ্মানে চিতার বুকে তুলিয়া তাহাকে চিরবিদায় দিয়া পরম দুঃখে তাহারা ক্রন্দন করিতেছেন। এমনি করিয়া আমাদের সংসারের সুখকাননে মায়া অবিরত দাবানল সৃষ্টি করিয়া আমাদের বুঝাইতে চাহিতেছেন,—সংসার দুঃখময়; ইহাতে আসক্তি দুঃখের হেতু।

আবার কোথাও বা দেখা যায়,—বহু আকাঙ্ক্ষিত জাগতিক সুখ পর্য্যাপ্ত ভাবে ভোগ করিয়াও কামনার পীড়াদায়ী পিপাসা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঐ পিপাসা মিটাইবার উপায় এই জগতে নাই। মহারাজ যযাতি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সুখ-আস্বাদনের পিপাসা মিটাইবার লোলুপতায় নিজের পুত্রের যৌবন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু তাহাতেও যখন পিপাসা মিটিলনা, অথচ ইন্দ্রিয়ের সুখপিপাসা মিটাইতে গিয়া নিজে অবসাদযুক্ত হইলেন, তখন নির্ব্বেদগ্রস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন—'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে'। কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার শান্তি হয় না। ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু আরও অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কামপিপাসা নিরন্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তাই যখন আমরা কামনার দাহ প্রশমিত করিবার জন্য কাম্যবিষয়-রূপ বিষ অমৃতবুদ্ধিতে উপভোগ করিতে যাই, তখন সেই বিষের মর্ম্মদাহী জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করি—শান্তি কোথায়! কেমন করিয়া এই দুঃখ বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটিবে? কিন্তু উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। মায়িক দুঃখ বেদনাময় বিষয়ের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করিতে গিয়া জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে।

তাপ নিবারণের উপায়ের অন্বেষণ (বেদবাণীর উৎস শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব)।

ঋষিগণের আদিগুরু পিতামহ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির প্রথম-প্রভাতে প্রলয়-মহাসমুদ্রে শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলের দলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রলয়ের বাত-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কলরোলে তাহার সুগভীর তরঙ্গের অভিঘাতে কম্পিত-কলেবরে এই তাপ বিনাশের উপায় চিন্তা করিতে ছিলেন। সে সময় অতি মধুর একটি শব্দঝঙ্কার তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অদুরে কে যেন মধুময়ী মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে নব নব সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া এক অনির্ব্বচনীয় অমৃতনিষ্যন্দী শব্দতরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন। ব্রহ্মা কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরে তাহার পরম মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ইহাই নিত্যকালের শব্দব্রহ্ম-স্বরূপ বেদবাক্—সৃষ্টির প্রথম প্রভাতেই বেদবাণীর শুভাবির্ভাব ঘটিল। তাহার মধ্যে একটি বাণী দুঃখ তাপ বিনাশের পরমোপায়রূপে ব্রহ্মার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল। "তপস্ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি"। (ব্রহ্মসংহিতা) হে ব্রহ্মন্! তপস্যার আচরণ কর, ইহাতেই তোমার মনঃসাধ পূর্ণ হইয়া সিদ্ধি লাভ ঘটিবে। ব্রহ্মা তপস্যাসীন হইলেন, কালচক্রের আবর্ত্তন চলিতে লাগিল। একদিন করুণাময় শ্রীগোবিন্দ শব্দব্রহ্মময় বেণু বাদন করিতে করিতে অপরূপ বেশে ব্রহ্মাকে দর্শন দিলেন—'শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে"। (ব্রহ্ম-সংহিতা) অমৃতময়ী বেদবাণীর পরম উৎস ব্রহ্মা দর্শন করিলেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভজনেই সকল তাপের শান্তি।

প্রাচীন ঋক্সুক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও পূর্ব্বকালে নিখিল আনন্দের পরম উৎস অনুসন্ধানের জন্য তপস্যাসীন হইয়া একদিন পরমানন্দভরে জগতের জীবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেলেন—'ওগো চিরতাপে তপ্ত চিরদুঃখী জীবগণ আর চিন্তা করিওনা ; ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণের জন্য আমরা আনন্দের পরম উৎসটি খোজ করিতেছিলাম। আজ তাহার

সন্ধান পাইয়াছি—"বিষ্ণোঃ পদে পরম মধ্ব উৎসঃ" শ্রীগোবিন্দের চরণ-কমলেই সেই পরম মধুর উৎসটি রহিয়াছে। তোমরা শ্রীগোবিন্দ ভজন কর অপ্রাকৃত মধুপানে সকল দুঃখ সকল তাপ নিঃশেষে অপগত হইবে।

দার্শনিক তর্ক-যুক্তিতে তাপ শান্ত হইবার নহে।

দর্শনশাস্ত্রের নৈপুণ্যপূর্ণ যুক্তি তর্কের নিবিড় কাননে সাধারণ জীব পথ হারাইয়া ফেলে, 'অস্তি নেতি' বিচারের নিবিড় বনানীর অন্তরালে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতচন্দ্রিকার মধুময় আস্বাদন তাহার পক্ষে অবাস্তব। পণ্ডিতগণ হয়তো তাহার মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের ঔৎসুক্য মিটাইয়া কিছু আনন্দ পাইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ জীবের লাভ তাহাতে কতটুকু? তবে দেশরক্ষা বাহিনীর যেমন অস্ত্র শস্ত্রে প্রবীণ হওয়ার প্রয়োজন আছে, তেমনই সম্প্রদায়রক্ষী পণ্ডিতমণ্ডলীরও দার্শনিক তর্ক যুক্তি প্রভৃতিতে প্রবীণ হওয়ার প্রয়োজন আছে। সাধারণ জীবের পক্ষে—'শ্রীভগবান্ আছেন কিনা' 'জগতের উপাদান কি—মায়া প্রকৃতি না ব্রহ্ম' ইত্যাদিরূপ বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহাতে তাহাদের সংসারদুঃখও ঘুচিবেনা, আনন্দ লাভও হইবেনা। জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেও জগৎ উড়িয়া যাইবেনা,—বিষয়ে আসক্তি নিবারণের পথ ইহা নহে। শ্রীভগচ্চরণে বলবত্তর আসক্তি না থাকিলে বিষয়ে আসক্তি প্রতিরোধ করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। নির্জ্জন অরণ্যে অথবা গিরিগহ্বরে লুকাইয়া থাকিলেও এই বিষয়াভিনিবেশই সংসার-মরুভূমিতে জীবকে টানিয়া আনিবে।

শ্রীগোবিন্দের সহিত জীবের সম্পর্ক।

লবণ সমুদ্রের একটী জলকণা সমুদ্রভ্রষ্ট হইয়াও যেমন লবনাক্ত থাকে তেমনই আনন্দ সাগরের বিন্দু স্বরূপ অমৃতের সন্তান প্রতিটি জীবের হৃদয়েই সেই আনন্দপিপাসা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। প্রভু

সখা বৎসল বা মধুর ভাবে সেই আনন্দকে আস্বাদন করিবার একটী উদগ্র বাসনা সকল জীবের হৃদয়েই বর্ত্তমান। কিন্তু স্বরূপভ্রষ্ট আত্মহারা জীবের বুদ্ধির দোষে সেই উদগ্র বাসনা মায়িক বস্তুতে উপচরিত হওয়ায় আমরা এই ধরণীর জীবকে সঙ্গী সঙ্গিনী ভাবিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রভু সখা প্রণয়িণী পুত্র কন্যা প্রভৃতি নানা সম্পর্ক পাতাইয়া তাহাদের নিকটে থাকিয়া সুখ উপভোগ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু যাহার সহিত আমাদের নিত্যকালের সম্বন্ধ যিনি আমাদের আত্মারও আত্মা— যিনি ওতঃপ্রোত ভাবে আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা আমাদিগকে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে রাখিয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন —যিনি আমাদের জন্মমরণপূর্ণ অনন্ত সংসার-পথের চিরসঙ্গী সেই প্রিয়তম সখা পরম প্রভুকে আমরা পর করিয়া দূরে রাখি। হায়! আমাদের মত অকৃতজ্ঞ কে আর আছে! তাপদুঃখ আমাদের হইবেনা তো হইবে কাহার!! যে দিন আমরা এই সংসারে প্রিয়ত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া সেই মধুময় শ্রীগোবিন্দকে প্রিয়তম বুদ্ধিতে 'আমার সর্ব্বস্ব' বলিয়া বরণ করিতে পারিব, সেই দিনই সমস্ত তাপ দুঃখের শান্তি হইবে।

বেণুগীতমাধুর্য্য।

সেই মধুময় শ্রীগোবিন্দের চরণে মধু বদনে মধু মুখে মধুবর্ষী বেণু সকলই মধুময়। মধুময় শ্রীগোবিন্দের শব্দ-ব্রহ্মময় বেণুর নাদ হইতেই বেদ পুরাণ উপনিষদের আবির্ভাব। ভজন ও অধিকার অনুরূপে যিনি যেমন ভাবে এই বেণুরব আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই ইহার মাধুরী পরিবেশন করিয়াছেন। এই বেণুর নবনবায়মান মধুর নাদ কোনও ঋষির নিকট ধর্ম্ম কর্ম্মের বাণীরূপে, কোনও ঋষির নিকট জ্ঞান যোগের বাণীরূপে আবার কাহারও নিকট মোক্ষপ্রাপক-শাস্ত্রবাণীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার সকলই সত্য; কারণ ইহা নিত্য সত্য-

স্বরূপ শব্দব্রহ্মময় বেণুনাদ হইতে যথার্থদর্শী ঋষিগণের স্বানুভবলব্ধ জ্ঞান-বিশেষ। বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য ইহার সকল গুলিরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনুরাগী ভক্তের নিকট ইহা প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ মধুময়ী বাণীরূপেই প্রতিভাত হয়। যেমন এই জগৎ সর্ব্বাংশে ব্রহ্মময় হইলেও প্রাকৃতিক উপাধিতে ছন্ন থাকায় তাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অনুভূত হয় না, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের মুখোদ্‌গীর্ণ পরমানন্দময় বেণুনাদও কর্ম্ম যোগাদি উপাধিতে ছন্ন হইলে সেই সেই সাধকের নিকট নিজের যথার্থ আনন্দময় স্বরূপ প্রকটন করেন না। একমাত্র মুমুক্ষুগণের নিকটই যেমন ব্রহ্ম নিজের যথার্থ আনন্দময় স্বরূপ প্রকটন করেন, তেমনই একমাত্র প্রেমিক ভক্তের নিকটই বেণুরব নিজের যথার্থ আনন্দময় স্বরূপ প্রকটন করিয়া থাকেন।

অপ্রাকৃত আনন্দ-কানন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তটে নীপতরুমূলে শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখচন্দ্র হইতে ক্ষরিত এই বেণুনাদামৃত প্রতি ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহারও আবরণ ভেদ করিয়া ধাবিত হইতেছে এবং অনুরাগী ভক্ত মাত্রেরই শ্রবণে পশিয়া তাহাকে মাধুর্য্যসাগরে অবগাহন করিবার জন্য দুর্ণিবার বেগে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাই বেণুগীতের চরম ও পরম রূপ।

এই বেণুগীত আস্বাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীগোবিন্দের ভজন প্রয়োজন। অনুরাগভরে যিনি শ্রীগোবিন্দের যতটুকু ভজন করিতে পারিবেন, তাহার হৃদয়ে বেণুগীত ততটুকু মাধুর্য্য প্রকাশ করিবেন।

শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদেবময়।

মায়ার রাজ্য প্রাকৃত জগতে কিন্তু মায়ামুগ্ধ বহির্ম্মুখ জীব মধুময় শ্রীগোবিন্দের ভজনে অনুরাগভরে প্রবৃত্ত হইতে চাহেনা। তাহারা নানাবিধ কামনা পূরণের জন্য শ্রীগোবিন্দের বিভূতি শক্তি আবেশ ভেদে

বহু দেব দেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। আমাদের লৌকিক জগতে যেমন দেখা যায় একই রাজশক্তি বিভিন্ন কার্য্যগৌরবের নিমিত্ত শাসনবিভাগীয় বিচারবিভাগীয় শিক্ষাবিভাগীয় ইত্যাদি রূপে বহু স্বগত-ভেদ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা মূলত একই রাজশক্তি। তেমনই এক ভগবচ্ছক্তি বিভিন্ন কার্য্যগৌরবের নিমিত্ত শক্তি বিভুতি আবেশাদি-ভেদে বিবিধ দেব দেবী রূপে বিরাজ করিতেছেন।

নারায়ণোপনিষদে এ বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—"নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো রুদ্রশ্চ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বা দেবতা নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে তস্মাদেকো দেবো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ"। 'অর্থাৎ নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জাত হইয়াছেন, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রও নারায়ণ হইতে জাত হইয়াছেন। সকল দেবতা এবং দেবীগণ নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন, মহাপ্রলয়ে নারায়ণেই তাহারা বিলীন হন। সুতরাং এক দেবতা নারায়ণই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহার দ্বিতীয় কিছুই নাই।' শ্রুত্যন্তরও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"বাচারম্ভনং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" অর্থাৎ 'ঘটশরাবাদি মৃৎপাত্র সকল নাম এবং রূপে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাগ্‌বিলাস মাত্র; কালে ইহাদের নাম ও রূপের বিনাশে যেমন সত্য-স্বরূপ মৃত্তিকাই থাকে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাবও সেই প্রকার জানিতে হইবে।'

এই সকল শাস্ত্রোক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় সকল দেব দেবী শ্রীনারায়ণ হইতেই সমুপন্ন। সুতরাং স্বরূপভ্রান্ত জীব যখন তুচ্ছ বিষয়সুখাদি কামনায় এই সকল দেব দেবীর উপাসনাপর হয়, তখন তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারে অবিধিপূর্ব্বক নারায়ণেরই উপাসনা করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্" অর্থাৎ 'হে

কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার অর্চ্চন করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে।' সুতরাং সৌর শাক্ত গাণপত্য ও শৈব উপাসকগণ সকলেই কোন না কোনও প্রকারে সেই নারায়ণেরই উপাসনা করিতেছেন।

অধিক কি বলিব! কর্ম্মী যজ্ঞেশ্বর রূপে বেদময় তাহারই অর্চ্চনা করেন, যোগী অন্তর্য্যামী রূপে তাহারই ধ্যানপঁরায়ণ, জ্ঞানী ব্রহ্মরূপে তাহারই অনুশীলনে রত, জ্ঞানী যোগীর মুকুটমণি পরমহংস আত্মারামগণ তাহারই অবিচল চিন্তনে নিবিড় অনান্দানুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং এই নারায়ণই যে সর্ব্বজীবের পরম উপাস্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

নারায়ণ শব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য শ্রীগোবিন্দ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এবং সর্ব্ব দেব দেবীগণের আদি পুরুষকে আমরা এস্থলে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই নারায়ণ শব্দের চরম অর্থ শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছেন—'আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দ।' লীলায় মধুকৈটভ-বিধ্বংসী বিধাতৃবরদ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণকেও শস্ত্রপ্রহরণ হইয়া মধুকৈটভের সহিত দীর্ঘ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। নিখিল ভগবদবতারগণকেও এবং নারায়ণী মহামায়াকেও অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া দীর্ঘ যুদ্ধে দৈত্যবধাদি লীলা করিতে হইয়াছে। কিন্তু স্বয়মবতারী মূল-নারায়ণ শ্রীগোবিন্দের বাল্যে স্তন্যপান-লীলায় রুধিরাশনা বিকটা রাক্ষসী পূতনা মূহুর্ত্তে ধ্বংস হইয়া গেল। তাহার নৃত্যছন্দে লীলারঙ্গে অঘ বক কালীয়াদি মহাসত্ত্ব অসুরগণ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এজন্য তাঁহার কোনও স্বতন্ত্র প্রযত্ন বা আবেশ প্রয়োজন হইতেছেন, এই 'মহতো মহীয়ান্ আদি পুরুষ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্ম-সংহিতায় মূল নারায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়া কারণার্ণবশায়ী ক্ষীরাব্ধিশায়ী গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-ব্যূহকে সর্ব্বাংশী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্ম-স্তবে পিতামহ ব্রহ্মা "নারায়ণস্ত্বং" অর্থাৎ তুমিই মূল নারায়ণ বলিয়া শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিয়াছেন। শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী এই কথাই পরম সিদ্ধান্তরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন—"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ অন্যান্য সকল অবতারগণই তাঁহার অংশকলা।

ভক্তিযোগে মাধবের উপাসনাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শব্দ ব্রহ্মময় বেণু হইতে আবির্ভূতা শ্রুতি দেবী জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রীতিভরে বলিয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং" "অর্থাৎ সকল কিছু ত্যাগ করিয়া যদি সেই আনন্দময় প্রভুকে প্রিয়তম বুদ্ধিতে বরণ করিতে পার, তিনিও ভাবানুরূপে তোমাকে আপনজন বলিয়া বরণ করিবেন। সেই অজিত অধরা প্রভু তোমার ভক্তিডোরে বাঁধা পড়িয়া তোমাকে ধরা দিবেন। সেই দিনই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।" অন্যত্রও 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' অর্থাৎ ভক্তি দেবীই শ্রীগোবিন্দকে ভক্তের নিকট লইয়া আসেন, ভক্তি দেবীই তাহাকে দর্শন করান' ইত্যাদিরূপে শ্রীগোবিন্দ-ভজনে একমাত্র ভক্তি দেবীরই উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। এই ভক্তিকল্পলতাই পরিণামে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগোবিন্দে আত্মসমর্পণ-রূপ শরণাগতি রূপে প্রকটিতা হইয়া প্রেমভূষণে ভক্তকে ভূষিত করেন।

গোপীগীতা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের অমৃতবর্ষিণী বাণী যাহা শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া নিখিল জীবের কল্যাণের জন্য বর্ষিত হইয়াছিল

তাহাতেও এই শরণাগতিকেই জীবের পরম সাধন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগে আমারই শরণাগত হও।" শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় এইভাবে জ্ঞান যোগাদি সাধনের সহিত তুলনামুখে ভক্তিযোগে শ্রীগোবিন্দের শরণাগতির পরম প্রতিপাদ্যত্ব স্থাপন করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে এই শরণাগতি বিস্তৃতরূপে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই শরণাগতির চরম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন—ব্রজজনের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনে। এই ভজনের মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণসেবার অভিলাসে সর্ব্বস্বত্যাগিনী বনবাসিনী আত্মসমর্পণবতী ব্রজরমণীগণের মধুরভাবে ভজনের পরমোৎকর্ষ শতমুখে শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপবালাগণের এই প্রেমোদ্গারী বাক্য-মাধুরী শ্রীশ্রীগোপীগীতা নামে পরিচিতা। শ্রীশ্রীগোপীগীতার মাধুরী বেণুগীতা, গোপীগীতা, যুগলগীতা, ভ্রমরগীতা ভেদে চারিটি প্রকাশে বিভক্ত করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন। এই শ্রীশ্রীগোপীগীতাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উত্তরভাগরূপে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যমণিরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যাহা বীজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, শ্রীশ্রীগোপীগীতায় তাহাই ফলে পুষ্পে সুশোভিত তরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মধুর ভাবে শ্রীগোবিন্দ-ভজন।

আত্মারামাদি শান্তরসের আলম্বন ভক্তগণ হইতে দাসভাবে শ্রীগোবিন্দের ভজনাকারী ভক্তগণ অধিকতর মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। সখ্যভাবে ভজনাকারী ভক্তের আনন্দ তাহা হইতেও অধিক, বাৎসল্য-ভাবে আনন্দ আবার তাহা হইতেও প্রচুরতর, মধুর ভাবে ভজনের আনন্দ সীমাহীন। কিন্তু শ্রীরাধা-সখীগণের আনুগত্যে যাহারা শ্রীরাধামাধবের

সেবাপরা হইয়া মধুর ভাবে ভজন করেন শ্রীগোবিন্দ তাহাদের নিত্য বশীভূত; নিত্য শ্রীরাধামাধবের প্রেমরস-মহামৃত-বারিধিতে তাহারা মগ্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যই কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়।

যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আনন্দময় প্রভু ভক্তের পালন করেন, ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দের লেশাভাস দিয়া রক্ষা করেন, এবং স্বয়ং আনন্দরস আস্বাদন করিয়া নিজের আনন্দময় নাম সার্থক করেন, সেই পূর্ণতমা মহাশক্তি আনন্দরূপিণী করুণাময়ী শ্রীরাধারাণী জীবকে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-লাভের উপায় শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসতরঙ্গে ভাসিতেছেন এবং সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী বনচারিণী কৃষ্ণপাগলিনী মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায় পরম দৈন্যোৎকণ্ঠা-ভরে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। এই মহাদেবীর কৃপা না হইলে সেই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ কোনও প্রকারেই সম্ভব হইবেনা। এইজন্য শ্রীরাধাদাসীর অনুদাসীরূপে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই অকৈতব-শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমোপায় রূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণময়ী মহাদেবী শ্রীরাধা, মাধবের বেণুগান যে ভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহারই একটু লেশাভাস এই বেণুগীতায় প্রদত্ত হইয়াছে।

সারশিক্ষা।

এই আনন্দময়ী কৃষ্ণপাগলিনী মহাদেবী অবিরত মাধবের প্রেমরসতরঙ্গে বিলাস করিতেছেন; তাহার প্রেমচেষ্টা তাহার ভাষণাদি সকল কিছুই কৃষ্ণময়। সর্ব্বদা অতন্দ্রিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে রত এই কৃষ্ণপ্রেমসাগরের প্রফুল্ল কমলিনী শ্রীরাধারাণীর চেষ্টা ভাষণাদি আনুসঙ্গিকভাবে ব্রহ্মাণ্ডের উপদেশের হেতু হয়। যেমন নারদ পাঞ্চরাত্রে বর্ণন

করিয়াছেন—"সদা সন্তোঽভিগন্তব্যো যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন। তেষাং স্বৈরকথালাপমুপদেশায় কল্প্যতে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ পরম ভাগবত সাধুগণ নিজেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে রত, অন্যকে উপদেশাদি দিবার সময় তাহাদের নাই। তথাপি ভজন-পথের উপদেশকামী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গ করা উচিৎ! কারণ তাহাদের স্বচ্ছন্দ শ্রীকৃষ্ণানুরাগময় কথালাপের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণভজনের সমস্ত উপদেশ খুজিয়া পাওয়া যাইবে।" সেইরূপ পরম করুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর শ্রীগোবিন্দ-বিরহ-ব্যাকুল প্রেমজল্পনের মধ্যেও তাৎপর্য্য-বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশগুলি স্তরে স্তরে সাজানো আছে। সারগ্রাহী ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব অনুরূপ তাহা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। এইরূপ কিছু ভজনের উপদেশ বেণুগীতের প্রতি শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়া সারশিক্ষা নাম দিয়া প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যার শেষে প্রকাশ করিয়াছি। এ বিষয়ে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানিনা; তবে এই গ্রন্থে যাহা বর্ণন করিয়াছি সকলই কৃষ্ণকথা। শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রিয় ভক্তগণ দোষাংশ পরিহার করিয়া মাধুর্য্যটুকু আস্বাদন করিবেন এই মাত্র ভরসা।

আমার ন্যায় ভজনজ্ঞানহীন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে এই বেণুগীতা প্রকাশ রূপ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হওয়া বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের মত একান্তই হাস্যকর। তথাপি যাচিয়া যাচিয়া যিনি আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত নিজবংশের নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে এই জীবাধম নিজেকে ধন্য মনে করে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর সেই প্রভু শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের করুণাই এ বিষয়ে আমার একমাত্র সম্বল। আর যিনি আমাদের বংশের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদুহিতা জগজ্জননী গঙ্গাদেবীর আত্মজ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ গোস্বামী পাদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া রাঢ়ভূমে আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছেন সেই আমার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরোক্ষ আদেশ ও প্রেরণাতেই

আমি এই পরম দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমার এ বিষয়ে পরম সহায় হইবে। প্রসঙ্গক্রমে রাঢ়ভূমে তাঁহার আবির্ভাবরূপ অহৈতুকী করুণার কিছু পরিচয় ভক্তগণকে দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অদোষদরশী ভক্তগণ ক্ষমা করিবেন।

রাঢ়ভূমে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রকাশ।

প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়ায় আরোহণ করিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। একটী গৌরবর্ণ কিশোর মূর্ত্তি অম্বরের পথে চলিয়াছেন। কান্তিতে বনপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখে অবিশ্রান্ত কৃষ্ণনাম, চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। পাগলের মত কখনও হা নাথ, হা কিশোর বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছেন কখনও রোদন করিতে করিতে ধূলায় লুন্ঠিত হইতেছেন, কখনও মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে দূরে যেন কাহাকে দেখিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। বনবাসী পশু পাখী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাহারাও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। পথিকগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতেছে ইনি কে! এমন সুবর্ণকান্তি ধূলায় ধূসর করিয়া পাগলের মত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া কোথায় চলিয়াছেন কে জানে!! শুনিয়াছি প্রভু নিত্যানন্দ এমনি করিয়াই নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাইয়াছিলেন; ইনি কি তাঁহারই কেহ হইবেন!! পাঠক কি ইহাঁকে চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বড় আদরের দৌহিত্র শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর নয়নের মণি শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামীপাদ। আজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। বাৎসল্যময়ী মাতা শ্রীগঙ্গা দেবী—যিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনার সৌভাগ্যের যোগ্য প্রতিশোধে নিজের দুই তীর গৌরপ্রেমে প্লাবিত করিয়া শেষে যখন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের নিরন্তর দর্শনে বঞ্চিতা হইলেন, তখন বিহ্বলা

দেবী প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের কন্যারূপে প্রকটিতা হইয়া সেই প্রেমমধুরিমা আকণ্ঠ পান করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন আজ তিনিও অপ্রকট। তাঁহার বড় আদরের দুলাল—প্রভু বাল্যকালেই যাঁহার প্রেমচেষ্টা দেখিয়া প্রেমানন্দ নাম দিয়াছিলেন তিনি আজ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া পাগলের মত তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

সন্ধ্যায় অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরণীর বক্ষে নামিয়া আসিল; শঙ্খ ঘণ্টার গভীর কোলাহলে ভক্তগণের প্রেমকম্পিত কণ্ঠের সুললিত স্তবপাঠে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীমন্দির অপরূপ কান্তিময়ী যুগলমূর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া যেন কোন্ অতীতের সখীগণনিষেবিত ব্রজনিকুঞ্জের শোভায় ফিরিয়া গিয়াছে। সহসা সেখানে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া প্রবেশ করিলেন আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই সুকুমার কিশোর। আরত্রিকের সময় তাঁহার অপরূপ প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীমন্দিরে সমবেত ভক্তগণ যেন কোন্ মোহন মন্ত্র বলে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। আরত্রিক সমাপ্ত হইল, শ্রীযুগলমূর্ত্তি যেন হাসি হাসি মুখে তাঁহাদের প্রিয় ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন; আর ভক্ত! তাঁহার চক্ষেও পলক নাই। নেত্র হইতে ধারার পর ধারা অশ্রু বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতেছে—ওষ্ঠ দুইটী মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে; অন্যের অশ্রুত-অচিন্ত্য যেন কোনও কথা তাহার প্রভুকে নিবেদন করিতেছেন—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; তাঁহার হৃদয়ে কোন্ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে আবার মত হীন অধম জন তাহা কেমন করিয়া বলিবে। সহসা শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূজারী যেন প্রভুর ইঙ্গিতেই প্রাসাদী পুষ্পমাল্য আনিয়া ইহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অমিয়া প্লাবনে শ্রীরাধা-মাধবের শ্রীমন্দির যেন প্লাবিত হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া সেই কীর্ত্তন-মহোৎসবের মধুরিমা আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শ্রীরাধা-মাধবের বিশ্রামের সময় আসিল, আরতি হইয়া শ্রীমন্দির বন্ধ হইয়া গেল ; পূজারী কিছু প্রসাদ শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে আস্বাদন করাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। শ্রীগোস্বামীপাদের নয়নে নিদ্রা নাই ; আজ তাঁহার চিত্ত যেন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে ; "একি দেখিলাম ! এমন অপরূপ বিভ্রমকর শ্রীমূর্ত্তি তো কোথাও দেখি নাই, ইহারা যে আমাকে পাগল করিয়া দিলেন !! সেবা-লালসায় হৃদয় কাঁদিয়া উঠে কেন ? সাধ হয় সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া নিজ মনোমত সেবা করিয়া জীবনকে ধন্য করি। আমি গৃহহীন ধনহীন অবধূত—শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমনোজ্ঞ রাজ-সেবার লালসা কি আমার পক্ষে বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের মত একান্তই হাস্যকর নহে !!"

রাত্রিকাল। শ্রীশ্রীপ্রভুর নাট্যমন্দিরে গোস্বামী পাদ বসিয়া শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতেছেন। একটু যেন তন্দ্রাবেশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদ স্বপ্ন দেখিতেছেন—সম্মুখে সেই অপরূপ কান্তিময়ী প্রাণ পাগল করা শ্রীযুগলমূর্ত্তি। স্থান বঙ্গদেশে যশোর রাজবাটী ; বিপুল আড়ম্বরে সেবা-মহোৎসব চলিতেছে। বৃদ্ধ রাজা বসন্ত রায় তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনে আসিয়াছেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুক্তকরে শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিতেছেন ; তাহাকে ঘেরিয়া ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কি অপরূপ আনন্দোচ্ছাস ! তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদ পরমোৎকণ্ঠিত-চিত্তে কৃষ্ণনামে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে কি ইনিই 'তাঁহার শিষ্য যশোহর রাজবাটীর' কুলদেবতা সেই শ্রীশ্রীরাধামাধব ;

আবার একটু তন্দ্রা আসিতেই সম্মুখে সেই অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি আবার আবির্ভূত হইলেন—এবার অঙ্গ যেন কিছু মলিন। নাট্যমন্দিরে ভক্তগণের সে আনন্দ-কোলাহল নাই, সেবার সে পরিপাট্য নাই। দূরে ঢক্কানিনাদে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় ঘোষিত হইতেছে ; সহচর পরিবেষ্টিত মহারাজ যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজা দিতে চলিয়াছেন। সহসা যেন

কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল ; যুদ্ধের ভৈরব আরাব—অগণিত নারী শিশুর ব্যাকুল আর্ত্তনাদে নগরী পূর্ণ হইল।

আবার নূতন দৃশ্য ! অগণিত সৈন্য সঙ্গে মহারাজ মানসিংহ বিজয়োল্লাসে চলিয়াছেন। পূরোভাগে স্থকোমল-বস্ত্রাবৃত দুইখানি শিবিকা, শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগল বিগ্রহকে একখানিতে ও অপর খানিতে শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী দেবীকে স্থাপন করিয়া মহারাজ অম্বরে ফিরিতেছেন। অম্বরে ফিরিয়া পৃথক পৃথক শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ-যুগলকে এবং যশোরেশ্বরী দেবীকে রক্ষা করিলেন। মহা সমারোহে সেবা চলিতে লাগিল। ভক্তগণের আনন্দ সংকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীপ্রভুর নাট্যমন্দির মুখরিত হইল।

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল ! শ্রীমন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদ হা নাথ হা প্রভু বলিয়া অবিরল নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা কে যেন বলিল— "আমাকে সঙ্গে লইয়া চল আর আমি এখানে থাকিবনা !"—গোস্বামীপাদ চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইলেন। দেখিলেন একি ! তাঁহার ধ্যানের ধন যেন তাহার অতি নিকটে আসিয়াছেন। সেই উজ্জ্বল শ্রীযুগলমূর্ত্তি, শিখিপিঞ্ছ-শোভিত চূড়া মাথায়, হাতে মুরলী, বক্ষে বনমালায় মধুকরের আনন্দগুঞ্জন শুনা যাইতেছে, অঙ্গজ্যোতিতে কোটি পূর্ণচন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। বংশীনাদের মাধুর্য্যও যেন তাঁহার মৃদু মধুময় বাক্যে ডুবিয়া গেল, কর্ণে ধ্বনিত হইল আবার সেই কথা—'আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।'

গোস্বামী পাদ আনন্দে অধীর হইলেন। কিন্তু ভাব সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"প্রভো ! তোমার এই বহুব্যয়সাধ্য রাজসেবা আমি কেমন করিয়া চালাইব ? আমি যে দীন হীন ! আর মহারাজাই বা তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন কেন ?"

প্রভু বলিলেন—"সে ভার তোমার নহে! সেবা আমিই চালাইয়া লইব। আর মহারাজের মতামতও তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবেনা হাস্যবদনে শ্রীমূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিত হইলেন। একি দেখিলাম !! স্বপ্ন না সত্য !! আনন্দে গোস্বামী পাদের প্রতি ইন্দ্রিয় যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। গোস্বামী পাদ অন্তরে বাহিরে সেই অপরূপ মাধুরী অনুভব করিতেছেন। সহসা জনকোলাহলে তাঁহার বড় সুখের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন—রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূজারীকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং মহারাজ এবং রাণী মা প্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়াছেন।

মহারাজ আর্দ্রকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে ভূলুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—গোস্বামী পাদ আজ বড় ভাগ্যে আপনার এখানে শুভ আগমন হইয়াছে। কিন্তু আমি বিষয়ী অধম আপনাকে চিনিতে পারি নাই। বহু অপরাধ হইয়া থাকিবে। আজ স্বপ্নে শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগল মূর্ত্তি আপনাকে চিনাইয়া দিয়াছেন। আর এক মর্ম্মভেদী আদেশ করিয়াছেন—'আমাকে গোস্বামী পাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, আর আমি এখানে থাকিবনা।' বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। রাণীমা পাগলিনীর মত লুণ্ঠন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে এই আকুল উৎকণ্ঠার মধ্যেই মঙ্গল-আরত্রিক সমাপ্ত হইল।

শিবিকা আসিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রভু শিবিকায় আরোহণ করিতেছেন। আজ প্রভু চিরতরে রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। মহারাণী ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যেন রাধামাধব আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—'আমি সেখানে গেলেও তোমারি থাকিব।'

রাণীজী কাঁদিতে কাঁদিতে সেবার খরচ পাথেয়াদি দিয়া গোস্বামী পাদকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর যতদূর দৃষ্টি চলে অপলক দৃষ্টিতে

শ্রীরাধামাধবের শিবিকা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে শিবিকা নয়নের অন্তরাল হইল ; রাণীজী হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। এই প্রেমোৎকণ্ঠায় মাধব চির বশীভূত। পরে আবার রাণীজীর নূতন মন্দিরে "রাধামাধোজি" রূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুকে লইয়া রাঢ়ভূমে ফিরিতেছেন ; সঙ্গে চলিয়াছে অগণিত লোক শ্রীশ্রীরাধামাধবের জয়ধ্বনি করিয়া। প্রতি জনপদে প্রতি লোকালয়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইতেছে। তাহারা ক্ষীর ছানা নবনীত ফলাদি আনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে ভোজন করাইতেছে তাহার পর ঐ প্রসাদ সহযাত্রীগণকে বাঁটিয়া দিতেছে। এই ভাবে গোস্বামীপাদ ক্রমে ক্রমে রাঢ়ভূমে শুভাগমন করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা সুপ্রকাশ করিলেন।*

তার পর সেবার সৌকর্য্যার্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের আদেশে গোস্বামীপাদকে দ্বারপরিগ্রহ করিতে হইল। সে অনেক কথা, সব কথা বর্ণনা

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ের প্রায় ন্যূনাধিক ৯০ বৎসর পরে খৃঃ ১৫৭০-১৫৮০ মধ্যে বাদশাহ আকবর শাহের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ যশোর অধিকার করেন এবং শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ এবং যশোরেশ্বরী কালিকা দেবীকে লইয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-দুহিতা মাতা গঙ্গাদেবীর আত্মজ শ্রীপাদ প্রেমানন্দ গোস্বামী পাদ অম্বর হইতে শ্রীশ্রীরাধামাধবকে রাঢ়ভূমে আনয়ন করেন—ইহাই কিম্বদন্তী।

খৃঃ ১৬৭৮-৮৪ মধ্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মথুরায় কেশবের মন্দির ধ্বংস করেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে অম্বররাজ মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহগুলি নবনির্ম্মিত রাজধানী জয়পুরে আনয়ন করেন।

করিবার স্থান নাই। আজিও শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রভু তাঁহার বংশধরগণ-কর্ত্তৃক মহা সমরোহে সেবিত হইতেছেন। পবিত্র রাঢ়ভূমের খেরুয়া, ভাল্যগ্রাম, পাতাইহাট, কালিকাপুর, আঠঘরা, কলগ্রাম, কাটোয়া প্রভৃতি বহুস্থানে যেথানেই গোস্বামী পাদের বংশধর আছেন, আজও সেখানে শিবিকাযোগে প্রভুকে যাইতে হয়। আজিও সর্ব্বত্র প্রভুর শিবিকারোহণের সময় বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতীর বুকফাটা ক্রন্দন দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। আজিও তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমনপথে শত শত লোক সমবেত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, ফলাদি দ্বারা শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবা করিয়া ঐ প্রসাদে ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করেন। আজিও সহায়-সম্বলহীন দরিদ্রতম আমাদের জ্ঞাতিগৃহে তাঁহার রাজভোগের পর শতাধিক লোক প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়।

*　　*　　*　　*　　*

পরিশেষে বক্তব্য যাঁহারা এই শ্রীগ্রন্থ সম্পাদনে উৎসাহ পরামর্শাদি দিয়া নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সুহৃদ্বর ভজনপ্রবীণ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা আমার সহিত প্রভু শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করুন—'ইহাঁরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রচারাদির দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন কল্যান বিধান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণে প্রেমভক্তি লাভ করুন।

শ্রীরাধাষ্টমী ১৩৫৭
খেরুয়া।

বিনীত—
বেণুগীতা সম্পাদক

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু।

শ্রীশ্রীরাধামাধব-স্মরণমঙ্গল ।

শয়নে স্বপনে স্মর স্মর মন শ্রীরাধার প্রাণধনে,
এ তিন জগতে আর কেহ নাই শ্রীরাধামাধব বিনে ।
প্রিয়জন বলি ভাবহ যাহারে কেহ তো তোমার নয়,
মায়ার জগতে তাহাদের সাথে দু'দিনের পরিচয় ।
জলের বিম্ব জলেতে মিশাবে কেহ তো যাবেনা সাথে,
চিরসাথী এক শ্রীরাধামাধব মরণের দূর পথে ।
চির প্রিয়তম মাধব তোমার তাঁহারে করিলে দূরে,
গৃহ পরিজনে আপন ভাবিয়া জ্বালায় মরিছ পু'ড়ে ।
কত ভালবাসে মাধব তোমারে বুঝনা আপন মনে !
তুমি তো চাহনা, সে জন তোমারে বেঁধেছে আলিঙ্গনে ।
বুকের মাঝেতে থাকে সে লুকায়ে চোখে সে লুকায়ে রয়,
অনাদি হইতে তাঁর সাথে যে রে তোর আছে পরিচয় ।
ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণে তার পরশ মাধুরী জাগে,
কোকিলের গানে ডাকে সে তোমারে প্রিয় জানি অনুরাগে ।
তোমার জন্য বিশ্ব রচেছে কত মধুময় করি,
শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে কত মাধুরী রেখেছে ধরি ।
তবু তোরে চির বিমুখ দেখিয়া হাসে বিষাদের হাসি,
হায়রে অবোধ চিনিলিনা তোর বুকে বসি কালশশি
যদি সাধ থাকে পাশরিতে ভাই ভবের যাতনা রাশি,
মধুর ভুবনে মাধুরী-সাগরে রহিতে নিয়ত পশি ।
আকাশে বাতাসে মধুধারা ঝরে পাইতে বাসনা যদি,
গাহ শ্যামনাম ভাবহ হৃদয়ে শ্যামরূপ নিরবধি ।

---o---

শ্রীশ্রী৺রাধামাধবৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীবেণুগীতা

শ্রীশুক উবাচ—ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা
ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥১॥

অন্বয়ঃ—সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ (সহচর পরিবৃত গাভীচারণরত অখণ্ড-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) পদ্মাকরসুগন্ধিনা বায়ুনা বাতং (বিকসিত কমল শোভিত সরোবর হইতে প্রবাহিত স্নিগ্ধ সুগন্ধী বায়ুদ্বারা সুসেবিত) শরৎস্বচ্ছজলং (শরত ঋতুর আগমনে যাহাদের জল পরম নির্ম্মল হইয়াছে এইরূপ নদী হ্রদাদি জলাশয় যুক্ত) ইত্থং (এইপ্রকার পরমশোভাময় আনন্দভূমি শ্রীবৃন্দাবনে) ন্যবিশং (গোচারণের নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন) ॥১॥

অপরূপ ভূমি বৃন্দাবিপিন বড় মধুময় ঠাঁই।
এ তিন ভুবনে কোথাও তাহার তুলনা দিবার নাই ॥
আকাশে বাতাসে মধু ঝরি পরে জ্যোছনায় মধুধারা।
ফুলের হাসিতে কোকিলের গানে সবই যেন মধুভরা ॥
তরুলতা সবি চিন্ময় সেথা কৃষ্ণ সেবার আশে।
নিতি মধুভরা ফুল ফল লয়ে দাঁড়ায় পথের পাশে ॥
গোষ্ঠে যখন যান মধুময় চরণে লুঠিয়া পড়ে।
চরণ পরশি পুষ্পফলের অঞ্জলি দেয় ধীরে ॥

সেই মধুভূমে শরতের শুভ আগমন হলো যবে।
ময়ূরিণী নাচে গাহিল ভ্রমর সে মধুমহোৎসবে॥
যমুনার জল অতি নিরমল তাহে শতদল শোভা।
বৃন্দারণ্য কমল শোভায় অপরূপ মনোলোভা॥
শত বনফুল গন্ধে আকুল অনুরাগে রাঙ্গা হিয়া।
পাঠায় পবনে প্রিয়তম পাশে নিজ মধু তারে দিয়া,—
"শ্রীরাধা রমণে প্রিয়জন সনে বলো বলো আসিবারে
অভাগিনী জন স্বল্পজীবন দেখিবে নয়ন ভ'রে
অর্ঘ্য রচিব চরণে লুঠিব মনে সাধ আছে যত"
সে মধুগন্ধ ধরিয়া বুকেতে ফিরে বায়ু অবিরত॥
নন্দ ভবনে কুঞ্জ কাননে কৃষ্ণ সেবার তরে।
চরণ পরশি ব্রজবাসিগণে অর্চ্চনা করে ধীরে॥
কহে মনঃকথা সমীরণ ছলে কৃষ্ণের কানে কানে—
'একবার প্রভু গোচারণ চ্ছলে চলহ বৃন্দাবনে'
অচ্যুতরূপে বৃন্দাবিপিনে নিত্যই স্থিতি যার।
লীলায় পশিল কাননে সঙ্গে গাভী ও গোপকুমার॥১॥

সারশিক্ষা। ১—২ যোগপীঠ। শ্রীমদ্ভাগবতে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত মাহাত্ম্য বর্ণনচ্ছলে নিত্যসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীশ্রীরাধারাণী, যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই (আরাধিকা) রাধিকা নাম সার্থক করিয়াছেন, সেই মহাদেবী জীবের প্রতি করুণার্দ্র-চিত্তা হইয়া তাহাদের সমভূমি অলঙ্কৃত করিয়া কেবল তাহাদেরই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভের উপায় শিক্ষাদানের নিমিত্ত বেণুগীত আস্বাদনছলে এই শ্লোকগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন যে সাধকাবস্থা হইতে আরম্ভ

করিয়া সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সকল সময়ে করণীয় তাহা নিজে আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। সংসার-রঙ্গমঞ্চে মায়া বিলাসিনীর রঙ্গ নৃত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ আসক্তচিত্ত জীব অনাদি কাল হইতে ভগবান্‌কে ভুলিয়া রহিয়াছে; এজন্য তাহার দুঃখের অন্ত নাই। জীবের এই ভগবদ্‌বিস্মৃতির অপরাধেই মায়া শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসায় জীবকে নিরন্তর জর্জরিত করিতেছেন; তথাপি স্বরূপভ্রান্ত মোহাচ্ছন্ন জীব মায়ার আঙ্গিনায় জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মায়া ও মায়িক বিষয়ের সঙ্গে সে পরমাত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাইয়াছে; অথচ জীবনের জীবন আত্মার আত্মা সেই নিত্যকালের সাথী পরম প্রিয় শ্রীরাধা-মাধবকে নিজের সর্ব্বস্ব বলিয়া চিনিতে শিখিতেছেনা। এইজন্য নিরবছিন্ন তাপ ও দুঃখপরম্পরায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

এই মধুকরগুঞ্জিত নীপপরাগধূসরিত আনন্দভূমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রভাব এমনই অদ্ভুত যে—একবার চিত্তে তাহার শুভাবির্ভাব ঘটিলে ধীরে ধীরে মায়ার রঙ্গনৃত্য জীবের অরুচিকর হইয়া উঠিবে। চিত্তে সেই নিত্য কালের স্বরূপানুবন্ধী প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে 'আমি কে আমার এত দুঃখ কেন'! তখন এই আনন্দভূমির স্মরণের জন্য অহরহ প্রাণ কাঁদিতে থাকিবে। এই আনন্দভূমি শ্রীবৃন্দাবনই যোগপীঠ। এই যোগপীঠেই অচ্যুত রূপে মাধবের চিরস্থিতি এবং এই স্থানই মধু বেণুবাদনরত মাধবের নিত্যকালের আবির্ভাবস্থলী। শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ভক্তকে উৎকণ্ঠা সহকারে এই স্থানের স্মরণ মনন অবশ্যই করিতে হইবে। এই আনন্দভূমিতে সহচরপরিবৃত শ্রীগোবিন্দের মুখকমলক্ষরিত বেণুগীতামৃত আস্বাদন করিবার জন্য উৎকণ্ঠা অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—ইহাই এখানে শিক্ষণীয় ॥১—২॥

কুসুমিতবনরাজি-শুষ্মিভৃঙ্গ-দ্বিজকুলঘূষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চূকুজ
বেণুম্ ॥২॥

অন্বয় :—(মধুময় শ্রীগোপীজনবল্লভ) সহপশুপালবলঃ (সখাগণ পরিবৃত হইয়া বলদেবের সহিত) কুসুমিতবনরাজি-শুষ্মিভৃঙ্গ-দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ-সরিন্মহীধ্রম্ (প্রফুল্লকুসুম শোভিত বনপ্রদেশ যেখানে মত্ত ভৃঙ্গগণ গান করিতেছিল এবং কোকিল পাপিয়া হংস শুক প্রভৃতি পক্ষিগণের কল-ঝঙ্কারে সরোবর নদী এবং পর্ব্বত ঝঙ্কৃত হইতেছিল সেই) **বনমবগাহ্য** (শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া) গাঃ চারয়ন্ (গাভী চরাইতে চরাইতে) বেণুমবাদয়ৎ (বেণুবাদন করিয়াছিলেন) ॥২॥

বৃন্দারণ্যে কুসুমের শোভা মত্ত হইয়া অলি ।
কভু ভূমে লুঠে কখনও কুসুমে কভু গাহে হরি বলি ॥
কোকিলা পাপিয়া আসিল ছুটিয়া কানু দরশন আশে ।
জয়নাদ করে গাছেতে চড়িয়া রহিয়া পথের পাশে ॥
মরালিনী গাহে যমুনার বুকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ।
গাহিছে মানসে সারসী হরষে গ্রীবাটী উচ্চ করি ॥
গোবর্দ্ধনের গিরিকন্দরে কুঞ্জকাননে পশি ।
শুক শারী গাহে জয় জয় রাধে জয় জয় কালশশী ॥
গোচারণ করি যায় তথা হরি বল দেব সাথে সাথে ।
গায় সখাগণ হর্ষে মগন বেত্র ধরিয়া হাতে ॥
মধুপতি সেই মধুভূমি মাঝে মধুর বেশেতে সাজি ।
অধরে তাহার মধুর মুরলী সহসা উঠিল বাজি ॥২॥

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ং
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩॥

অন্বয়—কাশ্চিৎ ব্রজস্ত্রিয় (শ্রীরাধা নামে যাঁহার পরিচয়, সখীগণ পরিবৃত সেই ব্রজবধু) স্মরোদয়ং (যাহার মধুগান শ্রবণ মাত্রে কৃষ্ণসেবাকামনায় হৃদয় ভরিয়া যায় এইরূপ) তদ্ বেণুগীতং (শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান) আশ্রুত্য (একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া) কৃষ্ণস্য পরোক্ষং (প্রেমোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে দর্শন করিয়া যাহাতে তিনি শুনিতে না পান এইরূপ মৃদু গদগদস্বরে) স্বসখীভ্যঃ (ললিতাদি প্রিয়সখীর কর্ণমূলে) অন্ববর্ণয়ং (অনুবর্ণন করিতে লাগিলেন) ॥৩॥

হেথা মধুময়ী রাধা তিলেক না মানে বাধা হা নাথ বলিয়া ভূমে লুঠে।
পরাণ কেমন করে কাঁদি কহে মধুস্বরে ধরিয়া সখীর করপুটে।।
ঐ দেখ কমলিনী নাথেরে দেখিয়া ধনী সুখের নাহিক বুঝি ওর।
মোর প্রিয়তমে হায় না দেখি পরাণ যায় অবশ নয়নে বহে লোর।।
নিশিথে স্বপন দেখি বেদনায় ঝুরে আঁখি
দেখি আমি একা প্রিয়হারা।
পথপাশে ছুটে আসি শুনিতে সখার বাঁশি ক্ষণে হই পাগলিনীপারা।।
শুন প্রাণসখী মোর চরণে মিনতি তোর একবার দেখাও মাধবে।
না শুনি মধুর বাঁশী সখার অমিয় হাসি না দেখি পরাণ বুঝি যাবে।।
ধরিয়া সখীর গলে আধ আধ মধুবোলে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে।
রজনীর অবশেষে দাঁড়াইল পথপাশে বনপথে সখারে দেখিতে।।
অন্য গোপবালাগণে দাঁড়াইয়া সঙ্গোপনে শুনিতে মধুর বেণুগান।
না দেখি বঁধুর মুখ বিদরিয়া যায় বুক বেদনায় ফাটিছে পরাণ।।
সহসা বাজিল বেণু গোচারণে এলো কানু
চলি গেল নাচিতে নাচিতে।
সখা সনে বনপথে ধরি বলদেব হাতে বন শোভা দেখিতে দেখিতে।।

তদ্‌বর্ণয়িতুমারব্ধা স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতং।
নাশকন্‌ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ (কৃষ্ণানুরাগময় কথা-প্রসঙ্গের শুভ আবির্ভাবে নর লোকের সার্থক পালনকর্ত্তা হে মহারাজ !) তাঃ (সেই পূর্ণানন্দস্বরূপিনী

গোপীর মরমব্যথা বুঝিলনা কোন কথা অকরুণ কঠিন মাধব।
থাকি পশুপাল সনে লভেছে কি তার গুণে হারায়েছে বুঝি অনুভব ॥
ক্ষণেকের দরশনে গোপী যদি বাঁচে প্রাণে
চলি যাওয়া উচিত কি তার।
হা নাথ গোবিন্দ বলি রাধিকা পড়িল ঢলি
নাসায় নিশ্বাস নাহি আর ॥৩॥

সারশিক্ষা—আত্মানুভূতি ॥ এই স্মরণাবস্থা সুস্থির হইলে নিজেকে এই যোগপীঠমধ্যে শ্রীগোবিন্দের সেবাযোগ্য দিব্য বস্ত্রাভরণাদ্যলঙ্কৃত শ্রীশ্রীরাধাদাসীরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

প্রাকৃত জগতের এই দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সকলই মায়ার সম্পত্তি, তাহাদের স্বভাবই হইতেছে জীবকে শ্রীভগবানের চিরবহির্ম্মুখ করিয়া মায়া ও মায়িক-বিষয়ে আসক্তির ডোরে বদ্ধ করিয়া রাখা। ভজনপথে ইহারা প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা দূর করিতে হইলে এই প্রাকৃত জগতের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন ও দেহ সম্পর্কীয় মায়ার দাস 'আমি' কে ব্রজপ্রেমস্পর্শমনির স্পর্শে রাধাদাসীর অনুদাসী 'আমি' রূপে পরিণত করিয়া নিজের সিদ্ধ দেহের ভাবনা করিতে হইবে। (নিজ নিজ সিদ্ধ দেহের অবস্থিতি স্বীয় গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য)। তখন বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপে ব্রজবনের সম্পৎ হইয়া যাইবে। তখন ইহারাই কৃষ্ণভজনের সর্ব্বপ্রধান সহায় হইবে।৩॥

সহচরীপরিবৃতা প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধা) তৎ (শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান-মাধুর্য্য) বর্ণয়িতুমারব্ধা (বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া) কৃষ্ণচেষ্টিতং (শ্রীকৃষ্ণের বনগমনাদি লীলামাধুরী এবং শ্রীগোপীগণের সহিত নর্ম্মলীলা-চেষ্টাদি) স্মরন্ত্যঃ (স্মরণ করিয়া) স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসঃ (কৃষ্ণসেবা কামনায় পরম ব্যাকুল চিত্তা হইয়া) তত্র নাশকন্ (তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থা হইলেন) ॥৪॥

ক্ষণেকে চেতনাপায় কৃষ্ণে নাহি দেখে হায় বেণুবাজে সুদূর কাননে।
ক্ষণে পাগলিনী মত কৃষ্ণকথা কহে কত দহে প্রাণ বিরহ আগুনে॥
গোপীহৃদে কৃষ্ণকাম নবজলধরশ্যাম স্নিগ্ধ করি হইল উদয়।
দেখে যেন বনপথে প্রিয় সহচর সাথে বনে যান কৃষ্ণ দয়াময়॥
ক্ষণপরে বাহ্য হয় সবি দেখে শূন্যময় কোথা কৃষ্ণ দূরে বাজে বাঁশী।
ক্ষণে বেণুরব শুনি কৃষ্ণ-আগমন মানি সখী করে ধরে হাসি হাসি॥
আয় বলি কানে কানে কৃষ্ণ যেন নাহি শুনে বেণুরব-মাধুরীর কথা।
নিকটে থাকিলে প্রিয় বিতরে পরমামিয় দূরেতে থাকিলে দেয় ব্যথা।
হর্ষে কহে শুকদেবে কৃষ্ণকথা আবির্ভাবে নৃলোকের করিলে পালন।
শুন শুন মহারাজ সার্থক তোমার কাজ কৃষ্ণকথা করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণময়ী দেবী রাই মাধবী অন্তরে যাই বেণুরব করিতে বর্ণন।
কৃষ্ণের মধুর খেলা গোপীসহ নর্ম্মলীলা মনোমাঝে হইল স্মরণ॥
অপ্রাকৃত কৃষ্ণকাম জাগে হৃদে অভিরাম অপরূপ তাহার বিলাস।
ক্ষণে কৃষ্ণ-স্মৃতি হয় সবি দেখে কৃষ্ণময় কৃষ্ণলাভে জাগে দৃঢ় আশ॥
স্মরণে প্রকৃতমানি আনন্দে পুরিতপ্রাণী দেখে কৃষ্ণে কুঞ্জের দুয়ারে॥
অপরূপ বনবেশ মাথায় চাঁচর কেশ সুতনু শোভিত ফুল হারে
ধীরে ধীরে কাছে আসি মুখে মৃদু মৃদু হাসি
যেন প্রিয়ামুখে হাত দিয়া।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পুরয়ন গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশৎ গীতকীর্ত্তিঃ ॥৫॥

অন্বয়—তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের প্রকারটী বর্ণন করিতেছেন—বর্হাপীড়ং (শিখিপিঞ্ছশোভিত চূড়া মস্তকে ধারণ করিয়া) নটবরবপুঃ (অপূর্ব্ব-

---

আকর্ষিয়া বুকে রাখি প্রিয়ারে করিয়া সুখী
কহে কথা বিনয় করিয়া ॥
অতি ব্যাকুলিত মন ক্ষণে হইল উচাটন দেহ মন কাঁপে থর থর ।
হলোনাকো কিছু বলা কৃষ্ণপ্রেমস্মৃতি-লীলা-
বিলাসেতে ডুবিল অন্তর ॥৪॥

সার শিক্ষা—উৎকণ্ঠা বা লোলতা। শ্রীগোবিন্দকে নিজের প্রিয়তমরূপে ভাবনা করিয়া তাঁহার অদর্শনে তীব্র সন্তাপ ও দর্শনের জন্য পরমোৎকণ্ঠা হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

জগতে দেখা যায় জীব নিজের প্রিয়জনের চিন্তা করিতে ভালবাসে। বহির্ম্মুখ জীবের প্রিয়জন মায়িক-সম্পর্কযুক্ত জীবগণ। এই মায়িক-সম্পর্ক-বিশিষ্ট প্রিয়জন-চিন্তনেই তাহার সংসারে আসক্তির বন্ধন দৃঢ়তম হইয়া তাহাকে চিরদুঃখ প্রদান করিতেছে। মায়িক বস্তুতে এই প্রিয়চিন্তনরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশের ফলেই স্বরূপভ্রান্ত জীব ভগবচ্চিন্তন হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া মায়াপ্রদত্ত তাপে চিরতপ্ত হইতেছে। অভ্যাস বলে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শ্রীগোবিন্দকে প্রিয়তম বুদ্ধিতে ভাবনা করাও বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পরম সুকঠিন। তবে ভক্তগণের পক্ষে ইহাই পরম আশার কথা যে নিজের সিদ্ধদেহের ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ভাবের অভিনিবেশের জন্য প্রভুর শ্রীচরণে একটু দৃঢ আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেই জীবনে মরণে চিরসাথী পরমানন্দঘন শ্রীরাধামাধবকে নিজের প্রিয়তমরূপে পাইবার পরম উৎকণ্ঠা আপনা হইতেই ধীরে ধীরে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে।৪॥

সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (কর্ণযুগলে কুসুম-বিশেষ রচিত কর্ণভূষণ) কনককপিশং বাসঃ (স্বর্ণপাণ্ডুর পীতবর্ণ বাসযুগল) বৈজয়ন্তী মালাঞ্চ (এবং বক্ষপ্রদেশে পত্র সহিত বিবিধ বনপুষ্প-রচিত বৈজয়ন্তী নামক মাল্যবিশেষ) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়া) বেণোঃ রন্ধ্রান্ (বেণুর ছিদ্রগুলি) অধরসুধয়া (গানচ্ছলে অপ্রাকৃত পরম মাধুর্য্যময় তাঁহার অধরামৃত দ্বারা) পুরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ সন্ (পার্শ্ব-বর্ত্তি সহচরগণের দ্বারা গীতকীর্ত্তি হইয়া) স্বরপদরমণং (নিজের পদচিহ্ন-শোভায় আত্মারামগণেরও পরম রতিজনক) বৃন্দাবন বনে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ॥৫॥

ক্ষণেতে বিরহস্ফুর্ত্তি সখার নটনমূর্ত্তি বনপথে হইল স্মরণ
যেন যোগিনীর প্রায় বনপথে দেখে তায় অবশ হইল দেহ মন
শিখিপিঞ্ছ-মনোহরে চূড়াটী সেজেছে শিরে
ভালেতে তিলক শোভে তার

চূর্ণিত কুন্তলদল মাঝে মুখমণ্ডল অপরূপ শোভা মনোহর ॥
জিনি নবনটবর সুচিত্রিত কলেবর রূপ যেন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ।
মেঘবর্ণ শ্যামকায় পীতবাস ঢাকা তায় কি কহিব তার মধুরিমা ॥
নবীন জলদে ঘেরি যেন স্থির বিজুরী বৃন্দাবন বনপথে আসি ।
কৃপামৃত বরিষণে ভাসাইবে এ ভুবনে ব্রজের সকল তাপ নাশি ॥
গলে বৈজয়ন্তীমালা করিয়া রয়েছে আলা মেঘে যেন ইন্দ্রধনুশোভা।
নব পুষ্প-কর্ণিকারে কর্ণদুটী আছে ঘিরে ব্রজগোপীজন-মনোলোভা।।
অধর অমিয়া রাশি বেণুরন্ধ্রে দেয় হাসি দেখাইয়া ব্রজগোপীগণে ।
দাতাশিরোমণি প্রায় সে সুধা উগারি হায় গায় বেণু ভুবনে ভুবনে।।
সখাগণ পাশে রহি কৃষ্ণলীলা গান গাহি নাচি যায় কত মধুরিমা ।
সুখময় বৃন্দাবনে কৃষ্ণপদ পরশনে কিবা শোভা কি দিব উপমা ।।

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ।।৬।।

অন্বয়—হে রাজন্! (পরমোৎকণ্ঠাযুক্তসম্বোধন) সর্ব্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ (সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণ) সর্ব্বভূতমনোহরং (স্থাবর-জঙ্গমরূপ সকল জীবের মনোহারী) ইতি (এই প্রকার অপূর্ব) বেণুরবং শ্রুত্বা (বেণুরব শ্রবণ করিয়া) তদ্ বর্ণয়ন্ত্যঃ (উৎকণ্ঠা ভরে তাহার মাধুর্য্য গান করিতে করিতে) অভিরেভিরে (প্রেমোন্মাদে যেন মাধবকে সম্মুখে দর্শন করিয়াই আলিঙ্গন করিলেন) ॥৬॥

আর না দেখিতে পায় সখীগণে পুছে হায়
কহ সখি কি করি উপায়।
এই ছিল কোথা গেল পুন দেখা না মিলিল
বনে কিগো গেলো শ্যামরায় ।।৫।।
মুনি কহে হে রাজন্ স্থাবর জঙ্গম জন শুনি বেণু যমুনা কিনারে
ছুটি আসে দলে দলে কৃষ্ণে হেরিবার ছলে আপনসর্ব্বস্ব দেয় তারে॥
সে ভাগ্য দূরের কথা চিতে রহি গেল ব্যথা বংশীরব হলোনা শ্রবণ
সর্ব্বভূত-মনোহারী বংশীরব সুমাধুরী অন্তরেতে করহ চিন্তন॥

সারশিক্ষা—ভগবদনুধ্যান। শ্রীশ্রীমাধবকে প্রিয়তমরূপে পাইবার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদর্শনে তীব্র সন্তাপ ধীরে ধীরে অন্তরকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিবে।

এখন মাধব হইয়াছেন প্রিয়তম। তাহার চিন্তনে দিবানিশি বড়ই সুখে কাটিতেছে। অন্য চিন্তন এ সময় পরম বিরস ও দুঃখময় বলিয়া অনুভূত হয়। শ্রীরাধামাধব নবনবায়মান মাধুরী প্রকটন করিয়া ভক্তের ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তে দর্শন দিয়া থাকেন। এমনই একটী পরম মাধুরীময়ী ধ্যানাস্পদ শ্রীমূর্ত্তির কথা এই শ্লোকে বর্ণন করা হইয়াছে ॥৫॥

হইলে রাধার দয়া পাবে কৃষ্ণপদ-ছায়া পূর্ণ হবে সব মনসাধ।
বেণুগীত রাধামুখে মনন করহ সুখে রহিবেনা কোনো পরমাদ ॥
যত ব্রজবধূগণে বেণু শুনে একমনে অশ্রুজলে বক্ষ যায় ভাসি।
বিরহের স্ফূর্ত্তি যবে কাঁদে সবে হাহারবে কহ সখি কাঁহা কাল শশী॥
দৈন্যময়ী কহে বাণী কুঞ্জে রাধা বিরহিণী ধরিয়া সখীর দুটী করে।
কি সুধা বরষে বেণু বনপথেকোথা কানু দেখি সখি বলনা আমারে॥
দেখিয়া রাধার দশা সবে ভেল নৈরাশা যত প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে।
কাঁদে হা হা হরি কোথা ওহে বংশীধারী একবার এসো সঙ্গোপনে ॥
শ্রীরাধা মুরছা য়ায় তোমার বিরহে হায় বেণু শুনি হিয়া যায় জ্বলি।
সুখময় পরশনে বাঁচাও অধীনীগণে দেখা দিয়া প্রিয় কথা বলি ॥
ক্ষ'ণেতে ধৈরজ ধরি শ্রীরাধারে সহচরী কৃষ্ণকথা করিতে বর্ণন।
কৃষ্ণকান্তি রসকূপ অতি মনোহর রূপ কুঞ্জদ্বারে হইল স্ফূরণ ॥
বাহু পশারিয়া ধায় রাধা পাগলিনী প্রায় আর যত প্রিয় সখীগণে।
না দিব যাইতে ফিরি কুঞ্জদ্বারে আগুসরি সবে মিলি বাঁধআলিঙ্গনে॥
যেন কৃষ্ণে বুকে ধরি শ্রীরাধারে সহচরী কহে লও তোমার মাধবে।
তোমা দোঁহে মাঝে রাখি সেবা করি হব সুখী
আজি সেই শুভভাগ্য হবে ॥
কৃষ্ণ আগুসরি গিয়া শ্রীরাধারে বক্ষে নিয়া কহে কথা আদর করিয়া।
সেবা করে সখীগণ যার যাহা ছিল মন আনন্দেতে প্রফুল্লিত
হিয়া ॥৬॥

সারশিক্ষা—ধ্যানে মাধুরী বিশেষের অনুভূতি।

নিরন্তর পরমোৎকণ্ঠাভরে শ্রীরাধামাধবের ধ্যান করিতে করিতে ধীরে ধীরে তাঁহাদের মধুময়ী লীলার বিচিত্র অনুভূতি চিত্তে আবির্ভূত

শ্রীগোপ্য উচুঃ—শ্রীরাধা বলিতেছেন—

অক্ষন্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরণু-বেণু জুষ্টং
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥৭॥

অন্বয়—হে সখ্যঃ (হে সখীগণ) বয়স্যৈঃ (সখাগণ সঙ্গে) পশূন্ (গাভীগণকে) বনং (শ্রীবৃন্দাবনে) বিবেশয়তোঃ (তৃণচারণের জন্য প্রবেশ করাইতে রত) ব্রজেশসুতয়োঃ (ব্রজরাজনন্দনদ্বয়ের মধ্যে) অনুবেণুজুষ্টং (যিনি নিয়ত বেণুবাদন করিতেছেন) অনুরক্তকটাক্ষ মোক্ষং (এবং অনুরাগী জনের প্রতি স্নিগ্ধ নয়নকটাক্ষে ঈক্ষণ করিতেছেন) বক্ত্রং (সেই শ্রীকৃষ্ণবদন-কমলের মাধুর্য্য) যৈর্ব্বা (যাহারা) নিপীতং (পরম তৃষ্ণার্ত্তবৎ চক্ষুদ্বারা নিরন্তর পান করিতেছেন) অক্ষন্বতাং (চক্ষুধারিগণের) তাবৎ ইদমেব ফলং (নেত্রধারণের ইহাই মাত্র ফল) পরং ন বিদ্মঃ (অন্য ফল বুঝিতে পারিনা) ॥৭॥

হয়। সেবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। শ্রীরাধামাধবের রূপমাধুরী গুণমাধুরী লীলামাধুরী এবং মুরলীরবমাধুরীর কিছু কিছু কণা আস্বাদন করিয়া ভক্ত কৃতার্থ হইয়া যায়।

সাধকবিশেষের নিকট আনন্দময় শব্দব্রহ্মের আবির্ভাব হয় অব্যক্ত হইতে ব্যক্তরূপে। যেমন প্রথমে 'নাদ' বিন্দু অস্ফুট অব্যক্ত প্রণব ধ্বনি কিঞ্চিদ্ব্যক্ত অবস্থায় 'অউম' ইত্যাদি আক্ষরিক হয় এবং ক্রমশঃ মূর্ত্তরূপে ধ্যানের আস্পদ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা বেণুনাদেরই একাংশের অভ্যাস মাত্র।

কিন্তু ভক্তজনের নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে অব্যক্ত বলিয়া কিছুই নাই যমুনাতীরে নীপতরু মূলে শ্রীগোবিন্দমুখকমল-ক্ষরিত এই বেণুগীতামৃত তাঁহারা প্রেমেপরিশোধিতে কর্ণে পূর্ণভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৬॥

ক্ষণপরে বাহ্য হয় সবি দেখে শূন্যময় কুঞ্জে নাহি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নয়নে বহিছে বারি রাধা কহে সহচরি এ জীবনে কিবা প্রয়োজন॥
মোরা সবে ভাগ্যহীনা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বিনা বিরহ-আগুণে জ্বলে হিয়া।
বংশীর ফুৎকারে হরি দেয় উদ্দীপিত করি সেই অগ্নি রহি কি করিয়া॥
ওগো সখি গোচারণে নাথ যবে যায় বনে সখাসনে নাচিয়া নাচিয়া।
নেত্র লভি যেই জন না করিল দরশন কহ তার কি কাজ বাঁচিয়া॥
ব্রজরাজনন্দন তাহার অনুজ জন মুখে যার বেণুগান-মধু।
না হেরিল সে বয়ান শতধিক্ সে নয়ান জীবনে বেদনা দেয় শুধু॥
করুণার সিন্ধুপ্রায় বনপথে চলি যায় সখাগণ চৌদিকে বিভোর।
গাভীচারণের ছলে বনমালা দোলে গলে নটবর প্রাণবঁধু মোর॥
ভাগ্যবতী সেইজন যে করেছে আস্বাদন সেই মুখ নয়নের দ্বারে।
নয়ন সফল তার দেখে নাথে বারে বার বৃন্দাবনে যমুনা কিনারে॥
দেখিব নয়ন ভরি সেই মুখ-সুমাধুরী বলি হেথা আসিনু ছুটিয়া।
কটাক্ষে নয়নকোণে হেরি অনুরাগী জনে মনপ্রাণ লইবে লুটিয়া॥
কি অভাগ্য হায় হায় লজ্জা বৈরিণীরপ্রায় দেখিতে দিলনা প্রাণনাথে।
কটাক্ষেতে একবার দেখেছিনু মুখ তার তখনি লুকাল বনপথে॥
না পুরিল মনঃসাধ বিধাতা সাধিল বাদ ধিক্ ধিক্ এপোড়া জীবনে।
ব্রজবাসী পশু পাখী সফল হইল দেখি সাথে রহি গোপীপ্রাণধনে॥
কাঁদে রাধা বিরহিণী ললিতাদি সুবদনী অনুভব সহসা হইল।
নাগর এসেছে কাছে নিকটে দাঁড়ায়ে আছে
বুকে তারে সাপটি ধরিলা॥৭॥

সারশিক্ষা। অতিশয় দৈন্য সহকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবার উৎকণ্ঠা।

চূতপ্রবালবরহস্তবকোৎপলাব্জ-

মালানুপৃক্তপরিধান-বিচিত্রবেষৌ।

মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং

রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥৮॥

অন্বয় —চূতপ্রবালবরহস্তবকোৎপলাব্জ-মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেষৌ (যাঁহারা অতিস্নিগ্ধ অরুণবর্ণ সুকোমল আম্রপল্লব ময়ুরপিঞ্ছ পুষ্পস্তবক কুমুদ কহ্লার (রক্তকমল) কমল প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত মালা বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং নীলপীতাদি বাস কটিতে ধারণ পূর্ব্বক শোভাপ্রাপ্ত হইতেছেন) ক্ব চ রঙ্গে (কোনও অভিনয়স্থানে) গায়মানৌ (সঙ্গীতরত) নটবরৌ যথা (সুবেশভূষিত নটের ন্যায়) পশুপালগোষ্ঠ্যাং (গোপালগণের সভামধ্যে বলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র) অলং (অপরূপ শোভায়) বিরেজতুঃ (শোভমান হইয়াছিলেন) ॥৮॥

ক্ষণ পরে বাহ্য হয় সখিরে ডাকিয়া কয় কহ সখি কহ কৃষ্ণকথা।
কোথায় বাজায় বেণু কোন্ বনেযায় কানু কিবা করে বলহ সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণের বিরহানলে অন্তর দ্বিগুণ জ্বলে কৃষ্ণকথা-সুধামধুরিমা।
পান করি শ্রুতিপুটে বল সখি অকপটে নাশ কর যাতনার সীমা॥

ধ্যানে শ্রীরাধামাধবের মাধুরী-বিশেষের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শ্রীগোবিন্দসেবার লালসায় পরমোৎকন্ঠিত হইয়া পড়ে। এই সময় ভক্ত নিজেকে দীনাতিদীন মনে করেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই যেন মাধবের দর্শনাদি সৌভাগ্যে পরম ধন্য; জগতে একমাত্র আমিই সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত। এমনই একটী বিচিত্র ভাবনায় অন্তর আকুল হইয়া উঠে। কেবল ধ্যানে নহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারেও তাঁহার সেবা সুখের অনুভূতির জন্য প্রাণে আকুল উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। এই প্রকার একটী বিচিত্র অবস্থার কথা এই শ্লোকে ঈঙ্গিত করা হইয়াছে।

কোনো প্রিয় সহচরী নিশ্বসিয়া ধীরি ধীরি শ্রীরাধার ধরিয়া চরণ।
গোপাল সভার মাঝে অপরূপ বনসাজে কৃষ্ণলীলা করে নিবেদন॥
"চূত নব পল্লবে সাজায়েছে সখা সবে ময়ুরিণী পিঞ্ছ তাহে দিয়া।
ফুলেরস্তবক আর গুঞ্জামালা চমৎকার দেখি সখি আকুলিত হিয়া॥
কুমুদিনী কহ্লার পদ্মপুষ্পে শোভা তার বনফুলে রচি বনমালা।
মাথায় শিখণ্ড চূড়া যেন ইন্দ্রধনু বেড়া নব মেঘে করিয়াছে আলা॥
শ্যাম অঙ্গে পীতবাসে মুখে মৃদু মৃদু হাসে জলধরে স্থির সৌদামিনী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা করি হেলায়ে বেণুটী ধরি গান করে অমৃতের খনি॥
যেন নব নটবর গীতরঙ্গে তৎপর সখাগণ চৌদিকে বেড়িয়া।
গোপালসভার মাঝে ভুবন মোহন সাজে দেখিলাম আছে দাঁড়াইয়া॥
যেন নীলগিরি পাশে রজত ভূধর হাসে বলদেব দাড়ায়ে পাশেতে।
গান করে মধুস্বরে সখাগণ শুনে ঘিরে একাগ্র হৃদয়ে কাননেতে॥
কৃষ্ণকথা আলাপনে ভাবে মত্ত সখীজনে শ্রীরাধিকা মুদিয়া নয়ন।
লীলাকথা শুনে যবে যেন কৃষ্ণ-লীলার্ণবে আনন্দেতে করে সন্তরণ॥
কথা-সমাপন দেখি সহসাখুলিয়া আঁখি চমকিতা চৌদিকে নেহারে।
কানে শুনে কৃষ্ণবেণু ভাবাবেশে হেরে কানু দাঁড়াইয়া কুঞ্জের দুয়ারে॥
বাহু পশারিয়া গিয়া বঁধুরে হৃদয়ে নিয়া অপলক দিঠে মুখে চায়।
বিরস যে মুখখানি বল মোরে দাসী জানি
বেদনা কে দিয়াছে তোমায় ॥৮॥

সারশিক্ষা—অন্য ভক্তগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শনাদি শ্রবণে পরমপরিতোষ ও নিজের অপ্রাপ্তিতে ক্ষোভ॥

অন্য ভক্তগণ যাঁহারা শ্রীমাধবের দর্শনাদি সৌভাগ্যে ধন্য হইয়াছে তাঁহারাই ধন্য। হতভাগিনী আমি সে সৌভাগ্যে চিরবঞ্চিতা—এইরূপ

গোপ্য কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
দর্ামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্তচোঽশ্রুমুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥৯॥

হে গোপ্য (হে সখীগণ!) অয়ং বেণু (এই বাঁশের বাঁশীটী) কিং কুশলং আচরৎ স্মঃ (শ্রীকৃষ্ণলাভের সাধন স্বরূপ তপস্যাদি কোনও অনির্ব্বচনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল)। যৎ (যেহেতু) গোপিকানাং (যাহা গোকুলবাসিনী গোপকুমারীগণেরই একমাত্র প্রাপ্তিযোগ্য সেই) দামোদরাধর-সুধামপি (শ্রীদামোদরের অধরামৃতও) অবশিষ্টরসং (রসমাত্র অবশেষ রাখিয়া) স্বয়ং (গোপবালা আমাদিগকে অনাদর পূর্ব্বক পুরুষজাতি হইয়াও নিজে) ভুঙ্ক্তে আস্বাদন করিতেছে)। হ্রদিন্য (বেণুর মাতৃতুল্যা ক্ষুদ্র হ্রদগণ) হৃষ্যত্তচঃ (সন্তান-স্থানীয় বেণুর সৌভাগ্য দর্শনে বিকসিত কমলবনচ্ছলে রোমাঞ্চিতা হইতেছে), তরবঃ যথা আর্য্যা তথা (বেণুর পিতৃতুল্য বৃক্ষগণ) অশ্রুর্মুমুচুঃ (বেণুর সৌভাগ্য দর্শনে মধুধারা বর্ষণ চ্ছলে যেন আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতেছে) ॥৯॥

ভাবাবেশে কতক্ষণ কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন পুনঃ বাহ্য হইল সবার।
বনমাঝে বেণুগান কাড়ি লয় মনঃপ্রাণ শুনে সবে অমৃতের সার॥
রাধা গদ গদ বোলে ধরি প্রিয়সখীগলে বেণুর উদ্দেশ করি কয়।
শুন প্রাণ সহচরি বৃথায় জীবন ধরি শেষে মোর এই ভাগ্য হয়॥
আপন-জীবন ধন যারে কৈনু সমর্পণ প্রিয়তম নিঠুর হইল।
আমারে বঞ্চনা করি মুখামৃত-মাধুরী আস্বাদন বেণুরন্ধ্রে দিল॥

একটী ব্যাকুল দৈন্যোৎকণ্ঠাময়ী ভাবের ইঙ্গিত এই শ্লোকে করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শনের পরমোৎকণ্ঠা এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ॥৮॥

অন্তরেতে ছিদ্রময় শুষ্ক বংশী অতিশয় কৃষ্ণকামে বিভোর হইয়া।
কৃষ্ণমুখ-সুধারাশি পান করে হাসি হাসি
গোপীগণে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
কোন্ তীর্থে তপ করি কেমন তপস্যা ধরি এইভাগ্য বেণুর হইল।
হইয়া পুরুষ জাতি লঙ্ঘিয়া সকল রীতি কৃষ্ণমুখ সুধা আস্বাদিল ॥
জান যদি বল মোরে আমার শপথি তোরে
আমিও সে তপ আচরিয়া।
ধন্য বেণুটীর মত কৃষ্ণমুখে অবিরত থাকি মুখসুধা আস্বাদিয়া ॥
পান করি মুখসুধা বেণুর মিটেছে ক্ষুধা তাই বুঝি দেয় উগারিয়া।
স্থাবর জঙ্গম যত পান করে অবিরত পুলকেতে আকুলিত হিয়া ॥
গোপেন্দ্রনন্দন সেই মোরা গোপী সকলেই
কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাহি জানি।
পিপাসায় ফাটে হিয়া কি তপস্যা আচরিয়া
পাব তারে কহগো সজনি ॥
দেখ দেখ গোপীগণ বেণুর সৌভাগ্যধন দেখি বৃন্দাবনেতে বিস্ময়।
যতেক হ্রদিনীগণে চঞ্চলিত পদ্মবনে বেণুগীতে রোমাঞ্চিত হয় ॥
তরুলতা আছে যত বংশীরবে অবিরত মধুধারা করে বিসর্জ্জন।
বৈষ্ণবতনয়ে দেখি তাহার সৌভাগ্যে সুখী
আনন্দেতে যেন পিতৃগণ ॥
মোরা সবে ভাগ্যহীনা নাথের দর্শন বিনা বেণুর বিচ্ছেদ কভু নাই।
শ্রীমুখকমলে থাকি পান করে ডাকি ডাকি
দেখিয়া দুঃখেতে মরি যাই ॥

বৃন্দাবনং সখি ! ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসূত-পদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মী ।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ।।১০।।

হে সখি ! বৃন্দাবনং (এই শ্রীবৃন্দাবন) ভুবঃ কীর্ত্তিং বিতনোতি (আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণলীলার আবির্ভাবে স্বর্গাদি লোক হইতে পরম শ্রেষ্ঠতম রূপে পৃথিবীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে) যৎ (যেহেতু) দেবকী-

---

বর্ণিতে বেণুর গুণে বিরহে আকুল মনে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল সবার ।
দেখে প্রেমময়সখা কুঞ্জে দিয়াছেন দেখা বক্ষে শোভে বৈজয়ন্তী হার॥
বেণুটী লুকায়ে রাখি কৃষ্ণ যেন কহে সখি
তোমার বিরহে প্রাণ কাঁদে ।
বেণুনাদচ্ছলে তাই তব নামগুণ গাই ঠেকিয়াছি তব প্রেম ফাঁদে ॥
শুনি রাধা সুবদনী বাহু পশারিয়া ধনী প্রাণনাথে ধরিল হৃদয়ে ।
কুঞ্জমাঝে সহচরী দাঁড়াইল আগুসরি সেবার যতেক দ্রব্য লয়ে ।।৯।।

সারশিক্ষা । যে সকল ভাগ্যবান্ ভক্তগণ শ্রীমাধবের প্রেমসেবা লাভে ধন্য হইয়াছেন, সপরিকর তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন ও শ্রবণ দ্বারা স্বীয় মাধব-সেবোৎকণ্ঠার বৃদ্ধি ।

এই প্রকার প্রত্যক্ষ দর্শনের পরমোৎকণ্ঠা হৃদয়ে জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রেমসেবার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা অন্তরে জাগিয়া উঠে। তখন ভাগ্যবান্ ভক্তগণ যাহারা শ্রীমাধবের প্রেমসেবা-লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং তদনুগামী ভক্তগণের চরিতকথা আস্বাদন করিয়া সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য পরমোৎকণ্ঠা সহকারে উপায় নিরূপণ—এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ।৯॥

স্তুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মী (দেবগণও যাঁহার চরণধূলি প্রার্থনা করেন সেই শ্রীযশোদা মায়ের নন্দনের পদকমল বক্ষে ধারণ করিয়া শোভিতা হইয়াছেন)। গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং (শ্রীমাধবের মধুময় বেণুগানের মোহন-মন্ত্রে আনন্দপ্রমত্ত ময়ূরের নৃত্যবিলাস) প্রেক্ষ্য (দেখিয়া) অদ্রিসান্ব-বরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ (শ্রীগোবর্দ্ধনের তটপ্রদেশে অন্য সকল জীবের দৈহিক ক্রিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি এক করিয়া নৃত্যরত ময়ুর-ময়ুরীর মধ্যে বেণুবাদনরত শ্রীমাধবমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন) ।১০॥

কৃষ্ণলীলা আস্বাদনে রহে রাধা এক মনে কবর বসন খসি পড়ে ।
বাহ্য হয়ে সহচরী শ্রীরাধার দশা হেরি
কোথা কৃষ্ণ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কহে কোনো সখীজন ধরি দুটী শ্রীচরণ পুছিবনা বেণুর নিকটে
বেণু সে পুরুষ জাতি নারীর কি বুঝে রীতি
নাথের বিরহে হিয়া ফাটে ।
তার চেয়ে বৃন্দাবনে পুছি সখি সযতনে
সে তো কভু নহে কৃষ্ণ ছাড়া ॥
কৃষ্ণপদ বুকে রাখি দিবানিশি হয়ে সুখী সেবা করে হইয়া বিভোরা
কৃষ্ণপদ সুকোমল যেন ফুল্ল শতদল সুগন্ধে মাতায় ত্রিভুবন ।
পরশে কমল ফুটে ভূমিপরে গিরিতটে কমলে ভরিল বৃন্দাবন ॥
অপরূপ শোভাময় কখনও মলিন নয় সমরূপে রাজে ধরণীতে ।
ভক্ত-অলি মধুপানে মত্ত সদা কৃষ্ণগানে সখি বৃন্দাবনের বুকেতে ॥
যে ভুবনে বৃন্দাবন তাহার সৌভাগ্য ধন গান করে সিদ্ধ-দেবগণে ।
করি কি তপস্যা-সার পিপাসা মিটেছে তার
চল তারে পুছি সঙ্গোপনে ॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা

যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্ ।

আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারৈঃ

পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ।।১১।।

মূঢ়গতয়োঽপি (তির্য্যগ্ জাতিতে জন্ম হইলেও) এতা হরিণ্যঃ ধন্যাঃ স্ম (এই দৃশ্যমান কৃষ্ণসার-হরিণবধূগণ ধন্য হইয়াছে)। যাঃ (যাহারা) বেণুরণিতমাকর্ণ্য (বেণুরবামৃত আস্বাদন করিয়া) সহকৃষ্ণসারাঃ (নিজের পিতা ভ্রাতা পতিরূপ কৃষ্ণসার মৃগগণের সহিত) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে) বিরচিতাং পূজাং দধুঃ (শ্রীমাধবকে অর্চ্চনা করিতেছে) ॥১১॥

পদ দুই আগুসরি রাধা কহে সহচরি দেখ কৃষ্ণশোভা-মধুরিমা ।
মধু-বৃন্দাবনে থাকি বেণুটী অধরে রাখি গান করে আনন্দের সীমা ॥
পাইয়া জীবন-ধনে সখি এই বৃন্দাবনে বেণু কিবা মন্ত্র করে গান ।
পুচ্ছ তুলি নৃত্য করে হেরি শ্যামসুন্দরে ময়ুরিণী আকুল পরাণ ॥
সে শোভা-মাধুরী দেখি ফিরেনাকো কারো আঁখি
গোবর্দ্ধনে আশ্রয় করিয়া ।
দেখে অন্য প্রাণীগণে স্তব্ধপ্রায় তনু মনে কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ হিয়া ॥
সখি এই বৃন্দাবনে প্রাণনাথ দরশনে স্থাবর জঙ্গম আদি করি ।
সুখের সাগরে ভাসে সেবা করি মিটে আশে
কি বিচিত্র তপস্যা আচরি ॥
শত ধিক্ এ জীবনে বাধা কৃষ্ণদরশনে দূরে রহু সেবার বারতা ।
বৃথায় জীবন ধরি চল প্রাণসহচরী লও মোরে প্রাণনাথ যেথা ॥
বিরহ বাড়বানলে অন্তর দ্বিগুণ জ্বলে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সহসা হইল ।
পিয়াসী চাতকী তরে শ্যাম নব-জলধরে সুধা যেন বর্ষণ করিল ॥

আবেশে আকুল প্রাণ মুখে কৃষ্ণকথা গান বুকে কৃষ্ণ পরশ মাধুরী।
বাহু-ডোর বাঁধি গলে মুখ হেরে কত ছলে
তমালে মাধবী যেন ঘেরি ॥১০॥

কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু মাঝে অপরূপ সুধা রাজে
বিরহে মিলনে আলিঙ্গনে।
রাধা সদা করে স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ সহ যত প্রিয় সখীগণে ॥
এইরূপে কতক্ষণ কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন বেণুরব সহসা শুনিল।
বিরহের উদ্দীপনে হেরিয়া হরিণীগণে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণসার-বধূগণে ছুটি আসে বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী পারা।
বংশীরবামৃতধাম আস্বাদিয়া অভিরাম সেই সুখে হইয়া বিভোরা ॥
ত্যজি যত গৃহজনে আপন সর্ব্বস্ব ধনে খুজি ফিরে বৃন্দাবন-পথে।
আত্মজন যত তার আস্বাদি অমৃতসার কৃষ্ণসেবা তরে ফিরে সাথে ॥

সারশিক্ষা। শ্রীগোবিন্দ-চরণাঙ্কিত ভূমিতে বহু মান দান। শ্রীমাধব-সম্পর্কীয় কামবীজাদি মন্ত্রের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া নিজের জীবনে তাহার ফললাভের ব্যাকুল উৎকণ্ঠা। এবং যাহারা এই মন্ত্রের ফললাভ করিয়া প্রেমসেবায় রত হইয়াছেন, তাহাদের দর্শন শ্রবণাদিতে পরম পরিতোষ।

শ্রীমাধবের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার শ্রীচরণাঙ্কিত ভূমি শ্রীবৃন্দাবনের পরম উৎকণ্ঠা পূর্ব্বক আনুগত্য; তাঁহার মুখোদ্‌গীর্ণ বেণুগীতামৃত-বারিধি হইতে আবির্ভূত মহামন্ত্র কামবীজাদির অনুক্ষণ স্মরণ মনন এবং যে সকল-ভাগ্যবান ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহাদের অনুশীলনই এই প্রেমসেবা-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় এই কথা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ॥১০॥

শ্রীনন্দ-নন্দনে যবে দর্শন করয়ে সবে বনবেশে বিচিত্র শোভায়।
নাথের মাধুরী সুখে পান করে অনিমিখে প্রণয় পুরিত দিঠে চায় ॥
চক্ষু পূর্ণ প্রেমজলে যেন প্রেমসেবা ছলে আপনার সব কিছু দিয়া।
নীরব ভাষায় হায় যেন কি জানায় তায় কৃষ্ণপ্রেম সুখে মত্ত হিয়া ॥
দেখে যত গৃহজন করেনা ত নিবারণ কৃষ্ণপ্রেমে তারাও বিভোরা।
কর্ণে শুনে বাঁশীরব হৃদে করে অনুভব
নেত্রে হেরে গোপীমনচোরা ॥
হীন কুলে জন্ম তার তথাপি ভাগ্যের সার ভজনের নাহিক তুলনা।
গোপীদেহ লভি মোরা সদা রহি কৃষ্ণহারা
ব্রজমাঝে চিরভাগ্যহীনা ॥
দূরে রহু প্রেমসেবা গোকুলেতে দেখে যেবা
মোদের করিতে কৃষ্ণনাম।
আত্মপর জন যত তর্জ্জে গর্জ্জে অবিরত কেমনেতে রহয়ে পরাণ ॥
আহা কি তপস্যা করি সুখে পেলে হরি হরি
প্রেমসেবা গোকুলে হরিণী।
মোদের ভাগ্যের দোষে পড়িনু বিধাতা রোষে
কাঁদি সদা কৃষ্ণবিরহিণী ॥
বলিতে বলিতে কথা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা প্রেমসিন্ধু উঠে উছলিয়া।
যেন হয়ে কৃষ্ণহারা ছিন্নমূল লতা পারা
শ্রীরাধিকা পড়িল ঢলিয়া ॥
হেরি যত সখীজনে সেবা করে সযতনে
কাঁদে কোথা ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বুঝি শ্রীরাধার হায় বিরহে পরাণ যায় দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিচিত্রগীতম্।
দেব্য বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥১২॥

বনিতোৎসবরূপশীলং (যিনি অনির্ব্বচনীয় রূপ এবং স্বভাবমাধুর্য্যে রমণীগণের পরমোৎসবদায়ী সেই) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য (ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করিয়া) তৎক্বণিতবেণুগীতঞ্চ (এবং তাঁহার অব্যক্ত মধুর শব্দ বিশিষ্ট বেণুগান) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) বিমানগতয়ো দেব্যঃ (বিমানারোহণে আগতা দেববধূগণ) স্মরণুন্নসারা (কৃষ্ণসেবা-কামনায় ধৈর্য্যলজ্জাহারা হইয়া) ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরাঃ (মস্তকের কেশবন্ধন হইতে স্খলিত পারিজাত মাল্য যেন মাধবচরণে নিবেদনপূর্ব্বক) বিনীব্যঃ সত্য (বিগলিত-নীবীবসনা হইয়া) মুমুহুঃ (মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥১২॥

সহসা কৃষ্ণের রূপ মধুময় রসকূপ হইল উদয় সেই স্থানে।
পাগলিনী ধেয়ে যায় রাধা চাতকিনী প্রায়
প্রাণনাথে বাঁধে আলিঙ্গনে ॥১১॥

সারশিক্ষা। হীন যোনিতে জন্ম হইলেও কৃষ্ণপ্রেম লাভে সৌভাগ্যবান্ জন ধন্য এবং নিজের কৃষ্ণসন্দর্শনাভাবে চরম অভাগ্য মনন।

পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি অনুসরণকালে একটী বলবতী উৎকণ্ঠা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। হায়! এ আমার কি হইল! আমি না ভজন সাধনে গরীয়সী! ধিক্ আমার আভিজাত্যে ধিক্ আমার ভজন সাধনে। আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণ প্রেমলাভে ধন্য একটী ব্রজকুরঙ্গীরও জীবন সার্থক

ক্ষণে শুনি বেণুরব মনে পড়ি গেল সব মোরা বিরহিণী কৃষ্ণহারা ।
মোরা ব্রজে গৃহকোণে প্রাণনাথ বৃন্দাবনে
বিলসিছে হইয়া বিভোরা ॥

বিরহ-আগুনে হায় অন্তর জ্বলিয়া যায়-দৈন্য সঞ্চারীর আগমনে ।
প্রেমময়ী রাধারাণী কৃষ্ণবিরহিণী ধনী কহিতেছে সদৈন্য-বচনে ॥
কদম্বকাননে মরি বাঁশরী বাজায় হরি বৃন্দাবনে যমুনার কুলে ।
গায় পাখী ফুল ফুটে অলি শিহরিয়া ছুটে ময়ুরিণী নাচে কুতূহলে ॥
দেবীরা দেবের সনে স্বর্গে পারিজাত-বনে সুখে করে কুসুমচয়ন ।
সহসা বেণুর নাদে পড়ি গেল পরমাদে অন্তর করিল আকর্ষণ ॥
অশ্রুকম্প-পুর্ণ-কায় পাগলিনীপারা হায় ধেয়ে যাই বিমানেউঠিল ।
আপন পতির সনে মুরলীর আকর্ষণে বৃন্দাবন নিকটে ছুটিল ॥
দেখিল কৃষ্ণের রূপ ব্রহ্মাণ্ডেতে অপরূপ রমণীগণের মনচোরা ।
কটাক্ষবিলাস তার দেখি লাগে চমৎকার
প্রেমোৎসবে করয়ে বিভোরা ॥

সে রূপমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণমুখে আঁখি রাখি
সুখ সিন্ধু মাঝে নিমজ্জিল ।
কৃষ্ণকামে হিয়া পুরে লজ্জা ধৈর্য্য গেল দূরে
নীবী-বস্ত্র খসিয়া পড়িল ॥

বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন আমিতো সেই সার্থকজন্মা প্রাচীন ভক্তগণের পদরেণু মস্তকের ভূষণ করিতে পারিলাম না !! ভজনগৌরবে নিজেকে গরীয়সী মনে করিয়া উন্নত মস্তকে বসিয়া রহিলাম ! ! হায় ! আমি বুঝি সেই ব্রজপ্রেমসেবা-সম্পদে চির ভিখারিণী হইয়াই থাকিব—এইরূপ একটী দৈন্যোৎকণ্ঠা—এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ।১১॥

ভাবাবেশে স্রস্তকেশ কুসুমে রচিত বেশ আলুথালু পৃষ্ঠে খসি পড়ে।
পারিজাত-মালা খানি মস্তকে করিয়া আনি
যেন কৃষ্ণে সমর্পণ করে ॥
মূর্চ্ছা যায় সুবদনী ক্ষণে কহে মৃদুবাণী—"এইরূপ জলদ বরণ।
বৃন্দাবনে দেহ ধরি অর্চ্চনা করিতে পারি তবে হয় সফল জীবন ॥"
স্বর্গের রমণীগণে বংশী আকর্ষিয়া আনে মত্ত করে রূপ দেখাইয়া।
হেন কৃষ্ণে প্রাণসখী বিচারিয়া কহ দেখি
গোপী মোরা পাব কি করিয়া ॥
একে নারী গোপজাতি না জানি বৈদগ্ধী-রীতি
তাহে মোরে প্রতিকুল ধাতা।
যত জীবে বৃন্দাবনে সেবা দেয় নিজগুণে মোরে অকরুণ প্রেমদাতা॥
মনঃপ্রাণ কৃষ্ণময় কৃষ্ণসেবা চাহে হায় কি করিব মানে না বারণ।
পরম দুর্ল্লভ জনে প্রীতি কৈনু সঙ্গোপনে সর্ব্বস্ব করিয়া সমর্পণ ॥
বলিতে কৃষ্ণের কথা রাধা যেন বজ্রাহতা সহসা হইল বাক্যহারা।
বনপথে চাহি রহে দুনয়নে বারি বহে বিরহেতে পাগলিনী পারা ॥
তখনি বেণুর রবে কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি হয় সবে যেন সেই মধুবেশে হরি।
নিকটে আসিয়া কহে বিরহে পরাণ দহে এসেছি সকলে পরিহরি ॥
শুনি প্রিয়তমবানী প্রেমময়ী রাধারাণী প্রাণনাথে হিয়ায় রাখিয়া।
মুখে গদগদ বোল অন্তরেতে উতরোল
সাধ যেন মিটেনা দেখিয়া ॥১২॥

সারশিক্ষা : ভজনীয়ে পরম দুর্ল্লভতা বুদ্ধি।

আমার প্রভু শ্রীশ্রীমাধব, বেণুরবে পরমাকৃষ্টচিত্তা স্বর্ল্লক্ষ্মীগণেরও পরম দুর্ল্লভ স্বরূপ। আমার ন্যায় ভজনসাধনহীনা ব্রজজনে আনুগত্যহীনা

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযুষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি-দৃশাশ্রুকলা স্পৃশন্ত্যঃ ॥১৩॥

গাবঃ (পশুজাতি হইলেও ব্রজচারিণী গাভীগণ) শাবাশ্চ (এবং তাহাদের বৎসগণ কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীতপীযুষং (কৃষ্ণমুখ হইতে ক্ষরিত বেণুগীত রূপ অমৃত) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ (ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া পান করতঃ) আত্মনি (অন্তরের মধ্যে) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণকে) দৃশা স্পৃশন্ত্যঃ (চক্ষু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া) অশ্রুকলাঃ (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) স্নুতস্তনপয়ঃ-কবলাঃ) গাভীগণ স্খলিততৃণগ্রাসা এবং বৎসগণ মুখ হইতে ক্ষরিত-মাতৃদুগ্ধা হইয়া) তস্থুঃ (অবিচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন) ॥১৩॥

পুনঃ বেণূরব শুনি প্রেমাবেশে বিনোদিনী
পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইল।
কঠিন পরাণ হায় ফাটিয়া নাহিক যায় বজ্রসারে বিধি নিরমিল ॥
সখীর গলেতে ধরি কহে কথা ধীরি ধীরি কৃষ্ণমুখে বেণু গান মধু।
যে করেছে আস্বাদন নেত্রে হেরি সে বদন সফল জীবন তার শুধু ॥
গাভী বৎস বৃন্দাবনে যায় প্রাণসখা সনে কৃষ্ণবেণু বরষে অমিয়া।
হর্ষে তারা করে পান ঊর্দ্ধ করি রহে কান
যেন মধু না যায় ক্ষরিয়া ॥

হতভাগিনী কেমন করিয়া সেই পরমদুর্ল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমসেবা লাভ করিতে পারিবে ? এইপ্রকার দুর্ল্লভতাময়ী ভাবনায় অধিকতর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীশ্রীরাধাদাসীগণের আনুগত্যই—এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ।১২॥

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভূজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥১৪॥

অম্ব (বিস্মিত রমণীজনস্বভাবে সম্বোধন—ওমা !) অস্মিন্ বনে (এই বৃন্দাবনে) তে বিহগাঃ (সেই পক্ষিগণ) প্রায়ো মুনয়ো (প্রায় সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠ), যে কৃষ্ণেক্ষিতং (যাহারা শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিবার জন্য ফলপুষ্পাদি যাহাতে দর্শনের বাধক না হয় এইভাবে) রুচিরপ্রবালান্ (মনোহারী অরুণ বর্ণ নবপল্লব বিশিষ্ট) দ্রুমভূজান্ (বৃক্ষশাখাতে) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া) অমীলিতদৃশঃ (নিমেষহীনদৃষ্টিতে) বিগতান্যবাচঃ (অন্য ভাষণ ত্যাগ করিয়া) তদুদিতং (শ্রীকৃষ্ণবদন হইতে আবির্ভূত) কলবেণুগীতং (অব্যক্ত মধুর মুরলীগানমাধুরী) শৃণ্বন্তি (শ্রবণ করিতেছে) ॥১৪॥

বৎসগণ দুগ্ধপানে মত্ত রহি আনমনে সহসা শুনয়ে কৃষ্ণবেণু ।
চমকি চাহিয়া দেখে চিত মগ্ন মহাসুখে সমুখে পরমানন্দকানু ॥
দেখিয়া নয়নদ্বারে হৃদয়ে লইয়া তারে প্রেমাবেশে করে আলিঙ্গন ।
চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরে রোমহর্ষ কলেবরে মুখে হয় দুগ্ধের ক্ষরণ ॥
কর্ণে সুধা পান করি কৃষ্ণে হেরে হরি হরি
গোবিন্দ মাধুর্য্য সিন্ধুমাঝে ।
অন্তর ডুবিয়া যায় প্রেমাবেশে কাঁদে হায় অশ্রুধারা নয়নে বিরাজে॥
তৃণগ্রাস লয়ে মুখে গাভী মগ্ন মহাসুখে কৃষ্ণামৃত করে আস্বাদন ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণময় ভোজনে বিরতি হয় কৃষ্ণে চাহি রহে সর্ব্বক্ষণ ॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্ম্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫॥

তদা (যখন তীরে মুরলী বাজিয়া উঠিল তখন) নদ্যঃ (যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি) তৎ মুকুন্দগীতং (সেই প্রসিদ্ধ মধুর মুকুন্দের বেণুগান) উপধার্য্য (শ্রবণ করিয়া) আবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ (ঘূর্ণাবর্তচ্ছলে যেন শ্রীকৃষ্ণসেবা-কামনায় মন্দবেগা হইয়া) কমলোপহারাঃ (কমল রূপ সেবার উপচার বক্ষে ধারণ করিয়া) আলিঙ্গনস্থগিতং (শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার আনন্দে যেন অন্য চেষ্টা শূন্য হইয়া) ঊর্ম্মিভূজৈঃ (তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা) মুরারেঃ পাদযুগলং (শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল) গৃহ্ণন্তি (বক্ষে ধারণ করিতেছে) ॥১৫॥

বহু ভাগ্যে গাভীগণে নিজ বৎসগণসনে বেণুরবামৃতে রহি ভোর।
নয়নে মাধবে হেরে প্রেমপূর্ণ কলেবরে হেন ভাগ্য না হইল মোর ॥
ধেনুর ভাগ্যের কথা কহিতে বিরহ-ব্যথা রাধাহৃদে উথলি উঠিল।
সে ব্যথা নাশিতে যেন নবজলধর হেন শ্যামরূপ ফুটিয়া উঠিল ॥
পুলকেতে বিনোদিনী হয়ে যেন পাগলিনী সেইরূপ হৃদয়ে ধরিয়া।
মহাযোগিনীর প্রায় স্পন্দহীন রহে হায়
শ্যাম স্পর্শ মধু আস্বাদিয়া ॥১৩॥
ক্ষণ পরে বেণু শুনি মনে হেন অনুমানি
বাঁশী দূরে বাজিছে কাননে।
চমকিয়া কহে সখি স্বপন দেখিনু নাকি বক্ষমাঝে কৃষ্ণে আলিঙ্গনে॥
নাথেরে না দেখি হায় হয়েছি উন্মাদ প্রায় ঐ দেখ যত পাখীগণ।
সেই শ্যামসুন্দরে দেখিতে পরাণ ভ'রে বৃক্ষে করিয়াছে আরোহণ ॥

সুকোমল পল্লবে ঐ দেখ বসি সবে উর্দ্ধশাখে আনন্দে বিহ্বল।
পুষ্পফল দূরে রাখি দেখে অনিমিষ আঁখি প্রাণনাথ বদন কমল॥
ওমা! একি দেখি হায় এরাতো সামান্য নয় কৃষ্ণভক্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণ।
আসি এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণে দেখে একমনে কর্ণে বেণু করয়ে শ্রবণ॥
ভুলেছে সকল গান মনে চিন্তা নাহি আন কৃষ্ণমুখ সুধা আস্বাদনে।
আত্মরামশ্রেষ্ঠ প্রায় অন্তরে বাহিরে হায় প্রাণনাথে করয়ে দর্শনে॥
সে ভাগ্য নাহিক মোর গোপীজনমনচোর দূরে গিয়া করে বেণুগান।
কৃষ্ণমুখ-সুধাসার নারে আস্বাদিতে আর ধিক্ ধিক্ অধন্য নয়ান॥
দেখি ব্রজে পক্ষীচয় উৎকণ্ঠা প্রবল হয় বিরহ বাড়বানল মাঝে।
অতিতপ্তা বিনোদিনী হয়ে কৃষ্ণ বিরহিণী ঢলি পড়ে আলুথালু সাজে॥
প্রেমের বিচিত্ররীতে দেখে কৃষ্ণে আচম্বিতে ধাইয়া ধরিল গিয়া বুকে
নয়নে নয়ন দিয়া প্রিয়মুখ নিরখিয়া মগ্না কৃষ্ণ-আলিঙ্গন সুখে॥১৪॥
তখনি আবার হায় সে সুখ ভাঙ্গিয়া যায় বেণুরবে আকুল পরাণ।
বুকে করাঘাত করি কাঁদে হাহা হরি হরি
আঁখিজলে ভাসিছে বয়ান॥

সারশিক্ষা। ভজনমাধুর্য্যাস্বাদনে ভোজনাদি-সুখে বিরতি, উৎকণ্ঠিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভজন-মাধুর্য্যের সুনিবিড় অনুভূতি।

শ্রীরাধামাধবের ভজনমাধুর্য্যের আস্বাদন এমনই অপরূপ যে তাহা নিবিড়তা প্রাপ্ত হইলে তখন আর দৈহিক ভোজনাদি সুখে রুচি থাকে না। সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভজনে একতানতা প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ এই নিবিড় ভজনানুভূতির জন্য উৎকণ্ঠাই—এই শ্লোকদ্বয়ের শিক্ষণীয়।১৩—১৪॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন সহরামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলিভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥১৬॥

অম্বুদঃ (বর্ষণোন্মুখ নবজলধরঃ) রামগোপৈঃ সহ পশূন্ সঞ্চারয়ন্তং (বলরাম প্রমুখ গোপ-কিশোরের সহিত গাভীবৎস-চারণরত) অনুবেণু-মুদীরয়ন্তং (নিরন্তর বেণুবাদনশীল শ্রীকৃষ্ণকে) আতপে দৃষ্ট্বা (সূর্য্য কিরণে তপ্ত দেখিয়া) উদিতঃ (তাঁহার উপরে উদিত হইয়া) প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ (প্রেম-সেবা লালসায় নিজের কলেবরকে বৃদ্ধি করিয়া) কুসুমাবলিভিঃ (কুসুমতুল্য সুরভি সুকোমল বৃষ্টিকণা বর্ষণের সহিত) স্ববপুষা (নিজের শ্যামল স্নিগ্ধ কলেবরের দ্বারা) সখ্যুঃ (প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপরে যেন) আতপত্রং ব্যধাৎ (ছত্র ধারণ করিয়াছেন)॥১৬॥

যমুনা তটেতে গিয়া অপরূপ নিরখিয়া রাধা যেন হইয়া বিস্মিতা।
কহে বেণুরব শুনি মনে হেন অনুমানি যমুনা হয়েছে বিচলিতা ॥
কৃষ্ণ সেবা আকাঙ্ক্ষায় বহুকাল হ'তে হায় শ্রীযমুনা যোগিনীর মত
এই মধু বৃন্দাবনে কৃষ্ণকথা আলাপনে ধ্যানে কৃষ্ণে হেরে অবিরত ॥
অপরূপ সহচরি কৃষ্ণে ভাবি হরি হরি বক্ষ তার পুরে কৃষ্ণজলে।
কৃষ্ণের আসন তরে নীপতলে নিজকরে সিকতা বিছায় কুতুহলে ॥
সখাসনে বঁধূ আসি সেই নীপতলে বসি বেণু রাখি মধুর আননে।
কি মন্ত্রে বাজায় বাঁশি বরষে অমিয়া রাশি যেন তাহা ভুবনে ভুবনে॥
মুকুন্দের বেণুগান শুনিয়া পাগল প্রাণ শ্রীযমুনা কুলু কুলু নাদে।
কৃষ্ণকামে হিয়াপুরে প্রেমপূর্ণ-কলেবরে ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরি যেন কাঁদে ॥

কভু নাচি নাচি যায় কখনও পাগল প্রায় গতি তার স্থগিত হইল।
শত উর্ম্মি বাহু তুলি যেখানেতে বনমালী সেইখানে ছুটিয়া চলিল ॥
অপরূপ দেখ সখি কৃষ্ণমুখে আঁখি রাখি কত শতদল বুকে ধরি।
পুলিনে ছুটিয়া গিয়া চিরপিপাসিত হিয়া কৃষ্ণমুখ দেখিছে আমরি ॥
দেখি সেবালালসায় হৃদয় পাগলপ্রায় উর্ম্মিভূজে আলিঙ্গন ছলে।
বুকে কৃষ্ণপদ রাখি সেবা করি হয় সুখী পদ্ম রাখি চরণ কমলে ॥
ধন্য শ্রীযমুনা দেবী সাধ মিটে কৃষ্ণে সেবি মোর সাধ হলোনা পুরণ।
নাহি হয় দরশন সেবা-সুখ আস্বাদন ভাগ্যগুণে না হয় মরণ ॥
বর্ণিতে যমুনা গুণে বিরহের উদ্দীপনে শ্রীরাধিকা হইলা বিবশা।
অবিরল অশ্রু ঝরে কমলিনী কলেবরে প্রকাশ হইল সব দশা ॥
বংশীগীতামৃতখনি ক্ষণে পান করি ধনী কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সহসা হইল।
প্রিয়তমে বুকে ধরি সহ যত সহচরী সুখসিন্ধু মাঝেতে ডুবিল॥১৫॥
সহসা চেতন পাই অপলক দিঠে রাই চাহি রহে শ্যাম মেঘ পানে।
বিরহে আকুল পারা ক্ষণে হয়ে ধৈর্য্যহারা কহে ধনী বিষণ্ণ বদনে ॥
দাদা বলরাম সাথে ধরি সখাগণ হাতে গাভী চরাইতে যায় বনে।
রবির আতপ মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম রাজে সেই প্রেমপ্রফুল্ল আননে ॥
সাধ হয় নিজাঞ্চলে বদন মুছাই ছলে ছায়ে রাখি করিয়ে বীজন।
সে ভাগ্য পাইব কোথা আমি চির ভাগ্যহতা সুদুর্ল্লভ প্রভু দরশন।
ওগো সখি অপরূপ মধুময় শ্যামরূপ কোথা হ'তে জলদ পাইল।
বুঝি কৃষ্ণসখা হয় বেণু শুনি তাই হায় সেবা তরে ছুটিয়া আইল ॥
দেখ দেখ নিজকায়ে আকাশ ফেলিল ছেয়ে

সূর্য্যেরে করিয়া আচ্ছাদন।

কৃষ্ণপ্রেমে হ'য়ে ভোর পরাণ সখারে মোর ছত্র ধরি করয়ে সেবন ॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥১৭॥

তদ্দর্শনস্মররুজঃ (শ্রীমাধবের দর্শন মাত্র তাঁহার সেবাবিশেষের। কামনায় পীড়িত হইয়া) পুলিন্দ্যঃ (বনবাসিনী শবরজাতীয়া স্ত্রীগণ) পূর্ণাঃ (নিজের অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে)। দয়িতাস্তন-মণ্ডিতেন (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী বিশেষের স্তনমণ্ডলে যাহা শোভিত হইয়াছিল) উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন (এবং বিলাসের কালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে লিপ্ত হইয়া তাঁহার পদকমলের রাগে যাহা অধিকতর শোভাযুক্ত হইয়াছিল) তৃণরুষিতেন (পরে যাহা বনভ্রমণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে তৃণাগ্রে লগ্ন হইয়াছিল) আননকুচেষু লিম্পন্ত্যঃ (সেই অপূর্ব্ব কুঙ্কুম সেস্থান হইতে চয়ন করিয়া মুখে এবং কুচমণ্ডলে লেপন পূর্ব্বক) তদাধিং জহুঃ (শ্রীকৃষ্ণবিরহ জন্য তীব্রতাপ শান্ত করিয়াছে) ॥১৭॥

নিজের জীবনধন কৃষ্ণে করে সমর্পণ বৃষ্টিকণা বর্ষণের ছলে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণনাথে যত সখাগণ সাথে অঙ্গে যেন পুষ্পবৃষ্টি ফেলে।
নিজভাগ্য নিন্দা করি কাঁদে রাধা হরি হরি
মেঘেরে করয়ে প্রশংসন।
সহসা নিকটে হেরে যেন শ্যামসুন্দরে বনবেশে পুষ্প বিভূষণ ॥

সারশিক্ষা। পরমোৎকণ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীরাধামাধবের ভজনে প্রেম-সেবাপ্রাপ্তি।

শ্রীবৃন্দাবনে যাহারা দীর্ঘকাল প্রেমসেবা লাভের ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় মাধবের কৃপার পথ চাহিয়াছিলেন সেই শ্রীযমুনা এবং জলধরের বেণুনাদ শ্রবণে প্রেমোন্মাদে মাধবের নিকট ছুটিয়া গিয়া প্রেমসেবা লাভ দর্শনে নিজের তদ্বিষয়ে ব্যাকুল উৎকণ্ঠার বৃদ্ধিই—এই শ্লোকের শিক্ষণীয়।১৫-১৬॥

নাথেরে ধরিয়া বুকে মুখখানি হেরে সুখে সে সুখের নাহি বুঝি ওর।
সুকোমল পদতল বনেতে কণ্টকদল বাজেনিতো প্রাণবঁধু মোর ॥১৬॥
মধুর মুরলী শুনি ক্ষণে বাহ্য হয়ে ধনী দেখে কৃষ্ণ নাহিক নিকটে।
মনে পড়ি গেল সব দূরে শুনে বেনুরব নাথের বিরহে হিয়া ফাটে।
শবর-রমণীগণে কুঙ্কুম লেপিত স্তনে দেখি তার ভাগ্য অনুমানি।
দুনয়নে বহে ধার অশ্রু কম্প অনিবার কহে রাধা গদগদ বাণী ॥
সখি এই বৃন্দাবনে পরম অন্ত্যজ-জনে কেহ নহে কৃষ্ণপ্রেমহারা।
মুখে সদা কৃষ্ণ নাম হিয়ার মাঝারে শ্যাম রূপেগুণে সদাই বিভোরা ॥
থাকে সদা দূর বনে মধুর মুরলী শুনে কৃষ্ণপ্রেমে সদা জ্বলে হিয়া।
সসম্ভ্রমে ছুটে আসি সেই মুখ-সুধারাশি নেত্রকোণে যায় আস্বাদিয়া॥
মুখ দেখি যায় বাড়ি স্মররোগ সহচরি বুকে জ্বলে দাবানল শিখা।
নাহি দেখি প্রতিকার দুনয়নে জলধার বনমাঝে ফিরি কাঁদি একা।
সহসা তৃণের পরে কতনা মাধুরী ঝরে পুলকে ছুটিয়া যায় তথা।
দেখে অরুণিম রাগে পদচিহ্ন পুরোভাগে
কুঙ্কুমে লেপিত যথা তথা।
পুলকে নয়ন ঝুরে কৃষ্ণকামে হিয়া পুরে ধৈর্য্যহারা হইয়া শবরী।
ব্রহ্মাণ্ডেতে অনুপম কৃষ্ণপদ সুকুঙ্কুম স্তনে লেপিয়াছে আহা মরি ॥
মনে হেন অনুমানি কোনো কৃষ্ণবিলাসিনী স্তনলিপ্ত সুকুঙ্কুম দিয়া।
কৃষ্ণ-বিলাসের কালে বুকে ধরি কোনো ছলে
পদে তার দিয়াছে লেপিয়া।
যাহার মাধুরী হায় সকল বেদেতে গায় সেই কৃষ্ণ-চরণকমলে।
লগ্ন শ্রীকুঙ্কুমশোভা আত্মারাম-মনোলোভা মহৌষধি বিরহ অনলে।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো

যদ্রামকৃষ্ণচরণপরশপ্রমোদঃ।

মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ

পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥ ১৮ ॥

হে অবলাঃ (পরবশতা নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কোন উপায় করিতে অক্ষমা হে গোপিনীগণ !) হন্ত অয়মদ্রিঃ (আহা এই দৃশ্যমান গোবর্দ্ধন পর্ব্বত) হরিদাসবর্য্যঃ (সকল হরিদাসের পরম শ্রেষ্ঠ) যৎ (যেহেতু) রামকৃষ্ণ-চরণস্পরশপ্রমোদঃ (শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীগোবিন্দের চরণ স্পর্শে আনন্দে

বন ভ্রমণের কালে লেগেছিল তৃণদলে কামতপ্তা শবর রমণী

আননে কুচের পরে লেপি তাপ নাশ করে

তুলি ল'য়ে কৃষ্ণবিরহিণী।

আমার সে ভাগ্য নাই দিবানিশি কাঁদি তাই

বিরহে পরাণ বুঝি যায়।

না মিটিল মনঃসাধ ঘটি গেল পরমাদ কহ সখি কি করি উপায়।

সারশিক্ষা। কৃষ্ণভজন সম্পর্কে ভাগ্যবান্ ব্রজবাসী অন্ত্যজ জনেও আদর-বুদ্ধি এবং তাহাদিগকে সম্মান দান। কৃষ্ণসম্পর্কীয় প্রতি বস্তুতেই পরম আদর বুদ্ধি।

দিবারাত্র উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভজনানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীরাধামাধবের সেবায় পরম উৎকণ্ঠা অবিশ্রান্ত বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। এই সময় কৃষ্ণ-সম্পর্কীয় প্রতি বস্তুতেই পরমাদর বুদ্ধি করিতে হইবে এবং কৃষ্ণ ভক্তি লাভে ধন্য বুদ্ধিতে অন্ত্যজ-জনেও পরমাদর পূর্ব্বক সম্মান দান করিতে হইবে—ইহাই এই শ্লোকের শিক্ষণীয়।১৭॥

প্রমত্ত হইয়া) সহগোগণয়োস্তয়োঃ (গোবৎস এবং সহচরণগণের সহিত শ্রীরাম-কৃষ্ণের) পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (স্নিগ্ধ সলিল শোভন তৃণ কন্দ ফলমূল প্রভৃতি দ্বারা) মানং তনোতি (পরমানন্দে সেবা করিতেছে) ॥১৮॥

বলিতে বলিতে কথা দারুণ বিরহব্যথা জাগে দগ্ধ করিয়া পরাণে।
কৃষ্ণ দরশন তরে বিরহ-উৎকণ্ঠা-ভরে ক্ষণে রাই চাহে চারিপানে।
সহসা কুঞ্জের দ্বারে হেরি যেন মনচোরে
ধেয়ে গিয়ে করে আলিঙ্গন।
কৃষ্ণময়ী দেবী রাধা মিটিল মনের সাধা চল চল প্রফুল্ল বদন ॥১৭॥
সে আনন্দ গেল টুটি সহসা লইল লুটি কে যেন সে আনন্দমাধুরী।
চমকিয়া বিনোদিনী কৃষ্ণস্থিতি অনুমানি
গোবর্দ্ধনে দেখিছে আমরি।
কহে হে সজনীগণ ! তোমাদেরও তনুমন-বিরহ আগুনে গেল জ্বলি।
শক্তিহীনা সবে হায় কৈছে আর পাব তায়
সার শুধু কাঁদা কৃষ্ণ বলি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মরি পরম দুর্ল্লভ হরি তার দাস্য পাইব কেমনে।
কেবল উপায় সার ভক্তসঙ্গ অনিবার চল গোবর্দ্ধন দরশনে ॥
হরিদাস যত জনে আছে সখি এ ভুবনে গোবর্দ্ধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
সেই হরিদাস জনে প্রীতি করি একমনে যদি কৃষ্ণ চরণ মিলায়।

সারশিক্ষা। সেবা পারিপাট্য।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন গিরি শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ হইতে অভিন্ন ; গোবর্দ্ধন যজ্ঞে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। আজও ভক্তগণের শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় গিরিধারী অর্চ্চনে এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীভূত হয়। তথাপি লীলাবেশে করুণাময় প্রভু

গাঃ গোপকৈ-রণুবনং নয়তোরুদার-

বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্য।

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং

নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়ো বিচিত্রম্ ॥১৯॥

হে সখ্য! (হে সখিগণ!) ইদমতিবিচিত্রং যৎ (ইহা বড়ই বিচিত্র যে) গোপকৈঃ (সহচরগণসহ.) অনুবনং (প্রতিবনে) গা নয়তোঃ (গোচারণ-নিরত অবস্থায়) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (গাভীগণের পদবন্ধন-রজ্জু এবং তাহাদের বন্ধন-সাধন পাশ স্কন্ধে ধারণ করিয়া পরম শোভমান সেই রামকৃষ্ণের) কলপদৈঃ বেণুস্বনৈঃ (অব্যক্ত মধুর পদ বিশিষ্ট বেণুধ্বনি দ্বারা) তনুভৃৎসু (সকল জীবের মধ্যে) গতিমতাং অস্পন্দনং (জঙ্গমগণের চেষ্টারাহিত্য) তথা তরূণাং পুলকঃ (ভবতি)। (এবং বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরগণের প্রেমচেষ্টানুকূল রোমাঞ্চাদি সম্পাদন করিতেছে) ॥১৯॥

দেখ হযে অনুক্ষণ রোমাঞ্চিত গোবর্দ্ধন রামকৃষ্ণ চরণ পরশে।
তৃণাদি চমকি উঠে গাছে গাছে ফুল ফোটে মগ্ন হয়ে কৃষ্ণপ্রেমরসে।
বুঝি এ আনন্দসার বহিতে পারেনা আর কৃষ্ণপদ হৃদয়ে রাখিয়া।
দৈন্যের মুরতি প্রায় সেবে গোবর্দ্ধন হায় তাঁর জনে সরবস দিয়া।
গাভী আদি পশুগণে সেবা করে একমনে নবদূর্ব্বাদল ধরি মুখে।
ভক্তজন-আচরণে শিখাইতে ত্রিভুবনে সখাগণে সেবা করে সুখে।

শ্রীগোবর্দ্ধনে 'হরিদাসবর্য্য' স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া নিজের সেবারহস্য জগতে প্রকটন করিতেছেন। গাভীগণের পদরজঃ সখাগণের পদরজঃ ও গোপমণ্ডলীমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণধূলি বুকে ধারণ করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য সেবাদি করিয়া জগৎকে নিজের ভজন-রহস্য উপদেশ করিতেছেন। সর্ব্বদা দৈন্য সহকারে উৎকণ্ঠাভরে স্বজাতীয়াশয় ভক্ত সঙ্গে প্রীতি এবং সেবার পারিপাট্য—এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ॥১৮॥

রামকৃষ্ণে রাখি মাঝে অপরূপ বনসাজে সখাগণ চারিদিকে ঘেরি।
নানা কন্দ ফলমূলে সেবা করে কত ছলে একদিঠে বদন নেহারি।
পানীয় মুখেতে ধরি রামকৃষ্ণে সেবে মরি সখাগণে আর গাভীগণে
কত বনফুল দিয়া বনমালা বিরচিয়া নাথেরে করিল সমর্পণে।
ভাগ্যবান্ গোবর্দ্ধন করি এই নিবেদন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস তুমি।
মোদের করিয়া দয়া দেহ কৃষ্ণপদছায়া কৃষ্ণহারা বড় দুঃখী আমি।
বলিতে বলিতে হায় রাধা পাগলিনীপ্রায় একদিঠে হেরে গোবর্দ্ধন।
দেখে যেন বন-পথে গিরি গোবর্দ্ধন হ'তে
কুঞ্জে আসে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বাহু পশারিয়া গিয়া প্রিয়তমে নিরখিয়া
সেবা করে প্রেমে মত্ত হিয়া।
ক্ষণেকে চরণ ধরে ক্ষণে দুটী বাহুভোরে
মাধবেরে রহে আলিঙ্গিয়া ॥১৮॥
পুনঃ বেণুরব শুনি বেয়াকুলা বিনোদিনী চমকিয়া চারিদিকে হেরে।
না দেখিয়া প্রাণধনে বিরহে আকুল মনে সহসা মুরছি ভূমে পড়ে।
দেখিয়া রাধার দশা সখীরা না পায় দিশা
উচ্চ করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
কেহ বা বীজন করে নাসারন্ধ্রে তুলা ধরে
কোনো সখী ভাসি আঁখিজলে।
মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম শক্তি তার অনুপম কর্ণে পশি করায় চেতন।
বাঁশী বাজে দূর বনে শুনে রাধা একমনে বিরহে বিবশ তনু-মন।
ক্ষণেকে নিশ্বাস ছাড়ি কহিতেছে ধীরি ধীরি
হে সজনি! অপরূপ কথা।
কে শুনেছে কোন্ কালে বেণু মুখে লয়ে ছলে
প্রভু তাহা ঘটায় সর্ব্বথা।

গাভীচারণের ছলে সখাসনে কুতুহলে মাধব ফিরিছে বনে বনে।
আগে দাদা বলরাম, যেন মুর্ত্তিমান-কাম বেণু রাজে প্রফুল্ল আননে।
গাভীর বন্ধন ডোর স্কন্ধে ধরি প্রভু মোর
তাহাতেও অপরূপ শোভা।
কি মন্ত্রে বাজায় বাঁশি নিছনি অমিয়ারাশি
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মনলোভা।
আমরা জাতিতে নারী গোকুলেতে বাস করি
মোরা তো হইব পাগলিনী।
স্পন্দহীন পশু পাখী যমুনা নিশ্চলা দেখি
বেণু শুনি কেন গো সজনি!
বৃক্ষলতা শুনি গান পুলকে আকুল প্রাণ
ফুলে ফলে কত সেবা করে।
রহিয়া পথের ধারে লুটায় চরণ পরে প্রেম-রোমাঞ্চিত কলেবরে।।
বৃথায় জীবন ধরি বৃন্দাবনে সহচরি সে সেবায় হইয়া বঞ্চিতা।
শত ধিক্ এ জীবনে বলিতে উদ্বিগ্ন মনে শ্রীরাধিকা হইল মূর্চ্ছিতা।

সারশিক্ষা। কৃষ্ণ-বেণুনাদ শ্রবণে ও সেবাসুখমাধুরীর লেশাভাস আস্বাদনে ইন্দ্রিয়সমূহের বিপর্য্যয়।

এমনি করিয়া পরমোৎকণ্ঠার সহিত ভজন করিতে করিতে যেদিন মধুময় বেণুনাদের লেশমাত্র আস্বাদন হইবে, সেইদিন বিপুল আনন্দ প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। শ্রীরাধামাধবের চিন্তন ভিন্ন

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥২০॥

বৃন্দাবনচারিণো ভগবতো (ব্রজবিহারী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের এবংবিধা ক্রীড়া (এইপ্রকার অপরূপ লীলামাধুরী) যাঃ মিথো বর্ণয়ন্ত্যঃ (যাহা পরস্পর বর্ণনা করিতে করিতে) গোপ্যস্তন্ময়তাং যযুঃ (গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥২০॥

সখীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করে বলে কোথা মুরলীবদন।
রাধা যে মুরছা যায় তোমার বিরহে হায় একবার দেহ দরশন।
সহসা কুঞ্জের দ্বারে হেরি শ্যামসুন্দরে বলে ওমা একি দেখি হায়!
বিরস যে মুখখানি নয়নে বহিছে পানি বনবেশ গিয়াছে কোথায়!
শুনি বিরহিণী রাই পাগলিনী পারা ধাই আঁচলেতে বদন মুছায়।
কি বেদনা তব বুকে বল প্রভু নাশি সুখে তব তরে প্রাণ দিয়া হায়।
শুনিয়া রাধারে হাসি বুকে ধরি কাল শশি
বলে শুধু তোমার বিরহে।
আমার এ দশা ধনি সেবাপরা সখী শুনি
কত কথা হাসি হাসি কহে ॥
কুঞ্জের সে শোভা হায় কি দিব তুলনা তায়
চাঁদে যেন মিলল জ্যোছনা।
অপরূপ সেই শোভা মহাযোগী মনোলোভা
ধ্যান কর হয়ে একমনা ॥১৯॥

অন্য চিন্তন আর চিত্ত গ্রহণ করিতে পারিবেনা। এই অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠাময় ভজন—এই শ্লোকের শিক্ষণীয়।১৯॥

মুনি কহে হে রাজন্ সেই মধু-বৃন্দাবন মধুময়-লীলারসখনি
প্রেমময় প্রভু মোর লীলারসে হয়ে ভোর
রহে সাথে রাধাবিনোদিনী ।
অন্য যত গোপীগণে বংশীরবামৃত শুনে সে চরিত্র করিতে বর্ণন ।
তন্ময় হইয়া যায় কভু কাঁদে কভু গায় কভু নাথে করে আলিঙ্গন ।
কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ব্রজকিশোরীর সাথ মগ্ন মহা প্রেমসিন্ধুমাঝে ।
তার এককণা হায় যে জন আস্বাদ পায় সেই ধন্য রত সেবা কাজে ।।
কখনও প্রকটে থাকি কভু অপ্রকটে থাকি
কভু থাকি প্রকটাপ্রকটে ।
প্রভু মোর বংশীধারী নিত্য বৃন্দাবনচারী সেথা কভু বিরহ না ঘটে ।।
আজিও সে বেণু বাজে মধু-বৃন্দাবন মাঝে শুনে শুধু ভাগ্যবানগণে ।
দেহ গৃহ সব ছাড়ি ছুটে যথা বেণুধারী প্রেম-বলে করে দরশনে ।।
বেণুগীতা-সুধাসিন্ধু শুধু তার একবিন্দু কহিলাম তোমা চাখাইতে ।
ব্রহ্মা শিব আদি হায় যেখানে না দিশা পায়
সে মাধুরী পারি কি কহিতে ।।
অনুরাগ হৃদে ধরি একাগ্র মানস করি এই গীত করিলে বর্ণন ।
কিম্বা যদি শ্রুতিপথে পান করে আদরেতে
পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।।২০।।

সারশিক্ষা । সর্ব্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলাদি সংকীর্ত্তন।

প্রবর্ত্ত্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন এই শ্লোকের শিক্ষণীয় ।২০।

সমাপ্ত

—প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতা—

শ্রীখণ্ডবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর

৯৫নং গ্রে ষ্ট্রীট।

দ্বারিকঘোষের দেবালয়

শ্রীবিনায়ক পাত্র (পূজারী)

৪৩।১, গ্রে ষ্ট্রীট।

নিত্যানন্দ ভাণ্ডার

৪৭।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লকুমার কর এল্,এ,এম,এস্. এম্,এ,এস্,

২১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীমৎ কিশোরীমোহন দাস বাবাজী মহারাজ

কালীদহ, পোঃ—বৃন্দাবন, মথুরা।

পুরীধাম—

হরিদাস মঠ, পুরীধাম, উড়িষ্যা জেলা

নবদ্বীপ ধাম—

শ্রীহারাণচন্দ্র পাল

বহুবাজার, নবদ্বীপ।

কাটোয়া—

শ্রীগোবিন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ ফার্ম্মেসী